# ত্রয়োদশ অধ্যায়

## ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নিমাই পণ্ডিত কর্তৃক সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত বিদ্যা-গর্বদৃপ্ত দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের বিজয় ও তাঁহার উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে।

যখন নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে অধ্যাপক-শিরোরত্নরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন সরস্বতীদেবীর বরপ্রাপ্ত এক দিগ্বিজয়ী মহা-পণ্ডিত সর্ব দেশ-রাজ্যের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে জয় করিবার পর তাৎকালিক নবদ্বীপস্থিত পণ্ডিতবর্গের ভারত-প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য-মাহাত্ম্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকেও জয় করিবার জন্য মহা-দম্ভভরে তথায় আগমন করিলেন। নবদ্বীপের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী এইরূপ দিগ্বিজয়ী মহা-পণ্ডিতের আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় চঞ্চল ও চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রগণ এই সংবাদ তাঁহার নিকট নিবেদন করিলে তিনি ছাত্রগণকে বলিলেন,—'ভগবান্ অহঙ্কারীর দর্প নিত্যকালই হরণ করেন। ফলবান্ বৃক্ষ ও গুণবান্ জন চিরকালই নম্র। হৈহয়, নহুষ, বেণ, বাণ, নরক, রাবণ প্রভৃতি রাজগণ "মহা-দিগ্বিজয়ী" বলিয়া অত্যধিক অহঙ্কারে প্রমত্ত হওয়ায়, অবশেষে ভগবান্ তাঁহাদের গর্ব চূর্ণ করিয়াছেন। অতএব নবদ্বীপে সমাগত ঐ দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কারও ভগবান্ অচিরেই চূর্ণ করিবেন।' এই বলিয়া প্রভু সেইদিন সন্ধ্যাকালে শিষ্যগণের সহিত গঙ্গাতীরে উপবেশনপূর্বক দিগ্বিজয়ীর উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় পূর্ণচন্দ্রবতী সেই নিশার প্রাক্কালে দিগ্বিজয়ী প্রভুর স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পড়ুয়াগণের নিকট হইতে অত্যদ্ভুত-তেজঃকান্তিবিশিষ্ট নিমাই পণ্ডিতের পরিচয় জ্ঞাত হইলেন। প্রভু প্রথমতঃ দিগ্বিজয়ীর সহিত কয়েকটী কথা বলিয়া, পরে যথোচিত শিষ্টাচার ও সুকৌশলের সহিত তাঁহাকে গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী তৎক্ষণাৎ গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ক-শ্লোক রচনা করিয়া শতমেঘ-গর্জন-ধ্বনির নায় দ্রুতগতিতে অনর্গল আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সকলেই মহা-দিগ্বিজয়ীর ঐরূপ অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইলেন। দিগ্বিজয়ী প্রহরকাল ঐরূপ অনর্গল শ্লোক উচ্চারণ করিয়া নিরস্ত হইলে, প্রভু তাঁহাকে সেইসকল শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যা আরম্ভ করিবা-মাত্রই প্রভু সেই বর্ণনার আদিতে, মধ্যে ও অন্ত্যে শব্দ, অলঙ্কার ও নানাবিধ বিষয়ে অসংখ্য দোষ প্রদর্শন করিলেন। দিগ্বিজয়ী প্রভুর প্রশ্নের কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না; তাঁহার সমস্ত প্রতিভা পরিম্লান হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ হাস্য করিতে উদ্যত হইলে প্রভু তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং দিগ্বিজয়ীকে নানাভাবে আশ্বস্ত করিয়া সেই রাত্রির জন্য বিশ্রাম করিতে ও রাত্রিতে গ্রন্থাদি দেখিয়া পরদিন পুনরায় আসিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'ষড়্‌দর্শনে অসামান্য পণ্ডিতগণকেও তিনি পরাজিত করিয়াছেন, কিন্তু দৈব-দুর্বিপাক-বশতঃ শেষকালে শিশু-শাস্ত্র সামান্য ব্যাকরণের একজন তরুণ অধ্যাপকের নিকট তাঁহাকে আজ পরাভূত হইতে হইল!! —ইহার কারণ কি? হয় ত' বা সরস্বতীদেবীর নিকটেই তাঁহার কোনপ্রকার দোষ ঘটিয়া থাকিবে।' এই ভাবিয়া সরস্বতী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে পণ্ডিত নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, সেই রাত্রিতেই স্বপ্নযোগে সরস্বতীদেবী দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া নিমাই পণ্ডিতের স্বরূপ জানাইলেন এবং বলিলেন,—'নিমাই পণ্ডিত সামান্য মর্ত্য পণ্ডিত নহেন,—সাক্ষাৎ সর্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্; সরস্বতীদেবী তাঁহারই স্বরূপ-শক্তি পরবিদ্যার ছায়াশক্তিমাত্র, সেই ছায়াশক্তিরূপা সরস্বতী নারায়ণের সম্মুখে

উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করেন,---তিনি শ্রীনারায়ণেরই অপাশ্রিতভাবে অবস্থান করেন মাত্র।' দেবী দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতকে আরও বলিলেন যে, পণ্ডিত এতদিনে প্রকৃতপ্রস্তাবে মন্ত্রজপের ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেহেতু তিনি অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। অতঃপর দিগ্বিজয়ীকে শীঘ্রই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। দিগ্বিজয়ী জাগরিত হইয়াই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানাবিধ কাকুক্তি করিয়া স্বীয় স্বপ্নবৃত্তান্ত ও সরস্বতীদেবীর উপদেশ জানাইলেন। সরস্বতীপতি প্রভুও দিগ্বিজয়ীকে ভগবদ্ভজনের অনুকূল পরবিদ্যারই উপাদেয়তা এবং দিগ্বিজয় বা জড়প্রতিষ্ঠাদি-মূলা অপরা বিদ্যার হেয়তা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। প্রভু বলিলেন,---কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তবিত্ত সংলগ্ন রাখাই বিদ্যার্জ্জনের ফল এবং বিষ্ণুভক্তি বা পরাবিদ্যাই একমাত্র সত্য ও কাম্যবস্তু। এই সকল কথা উপদেশ করিয়া প্রভু, সরস্বতীদেবী দিগ্বিজয়ীর নিকট যে বেদগুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ঘাটন করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিলেন। প্রভুর কৃপায় দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের দেহে যুগপৎ ভক্তি, বিরক্তি ও বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান হইল,---তিনি পরাভক্তি-লাভে কৃত-কৃতার্থ হইয়া প্রকৃত "তৃণাদপি সুনীচ" হইলেন। এতৎপ্রসঙ্গে গৌরভক্ত গ্রন্থকার গৌর-কৃপার স্বভাব বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, 'গৌর-কৃপায় অত্যন্ত অহঙ্কারী ব্যক্তিও অতীব নম্র হন; প্রাকৃত-ধন-মদ-প্রমত্ত ব্যক্তিও রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া হরিভজনার্থ বনবাসী হন। জগতের লোকসকল যে-সকল বস্তুকে পরম লোভনীয় বলিয়া কামনা করে, প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত পুরুষগণের নিকট তাহা বহু পরিমাণে সমাগত হইলেও তাঁহারা তাহা অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারেন। রাজ্যাদি-সুখের কথা দূরে থাকুক, কৃষ্ণভক্তগণ মোক্ষ-সুখকেও তুচ্ছ-জ্ঞান করেন।' নিমাইপণ্ডিত এইরূপ দিগ্বিজয়ীকে জয় করিলে, নবদ্বীপবাসি-পণ্ডিতগণ তাঁহার অদ্ভুতশক্তি দেখিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকে 'বাদিসিংহ'-পদবীতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং সর্বত্র তাঁহার অসামান্য সৎকীর্তি বিঘোষিত হইল। (গৌঃ ভাঃ)

**জয় জয় দ্বিজকুল-দীপ গৌরচন্দ্র।**
**জয় জয় ভক্ত-গোষ্ঠী-হৃদয়-আনন্দ।।১।।**

প্রভু-সমীপে বিমুখ দীন জীবের প্রতি করুণা-কটাক্ষ-নিক্ষেপ নিমিত্ত গ্রন্থকারের প্রার্থনা—

**জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।**
**জীব প্রতি কর, প্রভু, শুভদৃষ্টি-পাত।।২।।**

নিমাই পণ্ডিত ও ভক্তগণের জয়—

**জয় অধ্যাপক-শিরোরত্ন বিপ্ররাজ।**
**জয় জয় চৈতন্যের ভকতসমাজ।।৩।।**

সর্ব-পাণ্ডিত্য-দর্পহারী নিমাই পণ্ডিত—

**হেনমতে বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।**
**বৈসেন সবার করি' বিদ্যা-গর্ব-পাত।।৪।।**

তৎকালীন নবদ্বীপস্থ তথা-কথিত বিদ্বৎসমাজে বিদ্যা-চর্চা-বর্ণন—

**যদ্যপিহ নবদ্বীপে পণ্ডিত সমাজ।**
**কোট্যর্ব্বুদ অধ্যাপক নানাশাস্ত্ররাজ।।৫।।**

পণ্ডিতগণের কেবলমাত্র অধ্যাপনাতেই কালযাপন—

**ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র বা আচার্য।**
**অধ্যাপনা বিনা কা'রো আর নাহি কার্য্য।।৬।।**

---

# গৌড়ীয়-ভাষ্য

নানা-শাস্ত্ররাজ,---অধ্যাপক-পদের বিশেষণরূপে গৃহীত হইলে 'বিবিধ-শাস্ত্রের বিচারানুশীলন-দ্বারা বিরাজিত' অর্থাৎ যাঁহারা বিবিধ-শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন; আর, স্বতন্ত্র বিশেষ্যরূপে গৃহীত হইলে 'বহুবিধ প্রধান প্রধান শাস্ত্র'---এইরূপ অর্থ হইবে।।৫।।

সকলেরই শাস্ত্রতর্কে জিগীষা, মর্যাদা-জ্ঞান-শূন্যতা ও অসহিষ্ণুত্ব—

**যদ্যপিহ সবেই স্বতন্ত্র, সবার জয়।**
**শাস্ত্রচর্চা হৈলে ব্রহ্মারেহ নাহি সয়।।৭।।**

সকলেরই স্বতঃপরতঃ নিমাই-কর্তৃক নিজ-তিরস্কার-শ্রবণ—

**প্রভু যত নিরবধি আক্ষেপ করেন।**
**পরম্পরা, সাক্ষাতেহ সবেই শুনেন।।৮।।**

তৎসত্ত্বেও নিমাইর অহঙ্কারোক্তির প্রতিবাদে সকলেরই অসামর্থ্য—

**তথাপিহ হেন জন নাহি প্রভু-প্রতি।**
**দ্বিরুক্তি করিতে কা'রো নাহি-শক্তি কতি।।৯।।**

মহাগম্ভীর নিমাইপণ্ডিত-দর্শনে সকলের সভয়ে স্থানত্যাগ—

**হেন সে সাধ্বস জন্মে প্রভুরে দেখিয়া।**
**সবেই যায়েন একদিকে নম্র হৈয়া।।১০।।**

নিমাই-কর্তৃক সম্ভাষিত ব্যক্তির তদীয় আনুগত্য-স্বীকার—

**যদি বা কাহারে প্রভু করেন সম্ভাষ।**
**সেইজন হয় যেন অতি বড় দাস।।১১।।**

আ-শৈশব নিমাইর সর্বজন-প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য-মেধা—

**প্রভুর পাণ্ডিত্য-বুদ্ধি শিশুকাল হৈতে।**
**সবেই জানেন গঙ্গাতীরে ভাল-মতে।।১২।।**

নিমাইর কূটতর্কের সদুত্তর প্রদানে সকলেরই অসামর্থ্য—

**কোনরূপে কেহ প্রবোধিতে নাহি পারে।**
**ইহাও সবার চিত্তে জাগয়ে অন্তরে।।১৩।।**

নিমাই পণ্ডিতের গভীরপাণ্ডিত্য-প্রভাবে সকলের স-সম্ভ্রমে তদ্বশ্যতা-স্বীকার—

**প্রভু দেখি' স্বভাবেই জন্ময়ে সাধ্বস।**
**অতএব প্রভু দেখি' সবে হয় বশ।।১৪।।**

বিষ্ণুমায়া-বশে সকলের প্রভুর স্বরূপানুপলব্ধি—

**তথাপিহ হেন তা'ন মায়ার বড়াই।**
**বুঝিবারে পারে তা'নে,—হেন জন নাই।।১৫।।**

ঈশ্বরের কৃপা-লেশ ব্যতীত অনন্তকালব্যাপী প্রাকৃত জীব-চেষ্টায় ঈশস্বরূপোপলব্ধি-সামর্থ্যাভাব—

**তেঁহো যদি না করেন আপনা' বিদিত।**
**তবে তা'নে কেহ নাহি জানে কদাচিত।।১৬।।**

ঈশ্বর সর্বতোভাবে পরমদয়ালু হইলেও তদিচ্ছা-বশেই সকলের তদীয় গূঢ়লীলা-তত্ত্বোপলব্ধি-সামর্থ্যাভাব—

**তেঁহো পুনঃ নিত্য সুপ্রসন্ন সর্ব-রীতে।**
**তাহান মায়ায় পুনঃ সবে বিমোহিতে।।১৭।।**

ত্রিভুবন-মোহন নিমাইর নবদ্বীপে বিদ্যা-বিলাস-লীলা—

**হেনমতে সবারে মোহিয়া গৌরচন্দ্র।**
**বিদ্যা-রসে নবদ্বীপে করে প্রভু রঙ্গ।।১৮।।**

জনৈক মহা-গর্বিত দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের নবদ্বীপে আগমন—

**হেনকালে তথা এক মহা-দিগ্বিজয়ী।**
**আইলা পরম-অহঙ্কার-যুক্ত হই'।।১৯।।**

জীবমোহিনী বাণীর বরদৃপ্ত বরপুত্র দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিত—

**সরস্বতী-মন্ত্রের একান্ত উপাসক।**
**মন্ত্র জপি' সরস্বতী করিলেক বশ।।২০।।**

ভোগ-দর্শনে জীবমোহিনী হইলেও বাগদেবী স্বরূপতঃ নৃসিংহাদি বিষ্ণুবিগ্রহের বদনে ও বক্ষে মূর্তিমতী বিষ্ণু-সেবা-বিগ্রহ শব্দময়ী অভিন্নলক্ষ্মী শুদ্ধসরস্বতী—

**বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী, বিষ্ণু-বক্ষঃস্থিতা।**
**মূর্তিভেদে রমা,—সরস্বতী জগন্মাতা।।২১।।**

বাণীর বরপ্রাপ্ত নন্দন দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিত—

**ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণেরে প্রত্যক্ষ হইলা।**
**'ত্রিভুবন দিগ্বিজয়ী' করি' বর দিলা।।২২।।**

---

প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিতেন এবং অপরকে পরাজয় করিতে সচেষ্ট হইতেন। শাস্ত্রের বিচার-বিষয়ে পর-মত-শ্রবণ-সহিষ্ণুতা বিসর্জন করিয়া ব্রহ্মার তুল্য বিদ্বান্ পণ্ডিতগণের মতও গ্রাহ্য করিতেন না,—তর্কাদিদ্বারা শ্রদ্ধেয়মানী পণ্ডিতগণকেও পরাজয় করিবার যত্ন করিতেন।।৭।।

সাধ্বস,—(সাধু-অস্ ( ক্ষেপণ করা) + অল্), সম্ভ্রম, ত্রাস, ভয়, শঙ্কা।।১০।।

শব্দস্বরূপিণী শুদ্ধসরস্বতীর নিষ্কপট-কৃপা লভ্য দুর্লভ 'পরবিদ্যা'-বিষ্ণুভক্তির নিকট প্রাকৃত 'অপরবিদ্যা'র ফল্গুত্ব—

**যাঁ'র দৃষ্টিপাত-মাত্রে হয় বিষ্ণুভক্তি।**
**'দ্বিগ্বিজয়ী'-বর বা তাহান কোন্ শক্তি?২৩।।**

জীবমোহিনী বাণীর বরদৃপ্ত দিগ্বিজয়ীর সর্বদেশ বিজয়—

**পাই সরস্বতীর সাক্ষাতে বর-দান।**
**সংসার জিনিয়া বিপ্র বুলে স্থানে-স্থান।।২৪।।**

সর্বশাস্ত্র-পারঙ্গত দিগ্বিজয়ি-সহ বিচার-প্রতিযোগিতায় কক্ষা দানে সকলের অসামর্থ্য—

**সর্বশাস্ত্র জিহ্বায় আইসে নিরন্তর।**
**হেন নাহি জগতে, যে দিবেক উত্তর।।২৫।।**

তৎকৃত পূর্বপক্ষ-বোধেই সকলের অসামর্থ্য-হেতু অপ্রতিদ্বন্দ্বিরূপেই দিগ্বিজয়ীর সর্বত্র বিজয়—

**যা'র কক্ষা-মাত্র নাহি বুঝে কোন-জনে।**
**দিগ্বিজয়ী হই' বুলে সর্ব স্থানে-স্থানে।।২৬।।**

তৎকালীন নবদ্বীপস্থ বিদ্বৎসমাজের সুখ্যাতি-শ্রবণ—

**শুনিলেন বড় নবদ্বীপের মহিমা।**
**পণ্ডিত-সমাজ যত, তা'র নাহি সীমা।।২৭।।**

মহা-সমারোহে দিগ্বিজয়ীর নবদ্বীপ-গমন—

**পরম-সমৃদ্ধ অশ্ব-গজ-যুক্ত হই'।**
**সবা' জিনি' নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী।।২৮।।**

দিগ্বিজয়ীর আগমনে নবদ্বীপে সর্বত্র কোলাহল—

**প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পণ্ডিত-সভায়।**
**মহাধ্বনি উপজিল সর্ব নদীয়ায়।।২৯।।**

দিগ্বিজয়ীর পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে নবদ্বীপবাসিগণের উক্তি—

**''সর্ব-রাজ্য-দেশ জিনি' জয় পত্র লই'।**
**নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দ্বিগ্বিজয়ী।।৩০।।**

দিগ্বিজয়ীর বাণী-কৃপা লাভ শ্রবণে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণের পরাজয়-ভীতি, চিন্তা ও দিগ্বিজয়ীর মহিমা-বর্ণন—

**সরস্বতীর বর-পুত্র' শুনি' সর্বজনে।**
**পণ্ডিত সবার বড় চিন্তা হৈল মনে।।৩১।।**
**''জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থান।**
**সবা জিনি' নবদ্বীপ জগতে বাখান।।৩২।।**
**হেনস্থান দিগ্বিজয়ী যাইবে জিনিঞা।**
**সংসারে এই অপ্রতিষ্ঠা ঘুষিবে শুনিঞা।।৩৩।।**
**যুঝিতে বা কা'র শক্তি আছে তা'ন সনে?**
**সরস্বতী বর যাঁ'রে দিলেন আপনে?৩৪।।**
**সরস্বতী বক্তা যাঁ'র জিহ্বায় আপনে।**
**মনুষ্যে কি বাদে কভু পারে তা'ন সনে?''৩৫।।**

নবদ্বীপস্থ সকল পণ্ডিতেরই দুশ্চিন্তা—

**সহস্র সহস্র মহা-মহা-ভট্টাচার্য।**
**সবেই চিন্তেন মনে, ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য।।৩৬।।**

---

প্রভু অপরের সহিত সম্ভাষণ করিলে সম্ভাষিত ব্যক্তি আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিয়া প্রভুর সেবা করিবার ইচ্ছা করিতেন।।১১।।

'মহা-দিগ্বিজয়ী'-শব্দে কেহ কেহ বলেন যে, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গাঙ্গল্য-ভট্টের শিষ্য কেশব-ভট্ট বা কেশব-কাশ্মীরীই এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। এ বিষয়ে কালগত-বিচারে মত ভেদ দৃষ্ট হয়। 'ক্রমদীপিকা'-লেখক কেশব ভট্টের গ্রন্থ হইতে অনেকগুলি প্রমাণ শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু-সঙ্কলিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও তাহার 'দিগ্দর্শিনী'-টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। পরবর্তি কালে এই কেশব-ভট্টকে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালীতে আচার্যরূপে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। ক্রমদীপিকা-গ্রন্থের লেখক কেশব-ভট্ট নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ধারার মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকিলে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের লেখক মহোদয় সে কথা উল্লেখ করিতে পারিতেন।।১৯।।

রমা,—বিষ্ণুবক্ষঃ স্থিতা লক্ষ্মী বা শ্রীশক্তি। সরস্বতী,—ভক্তিস্বরূপিণী ভূ শক্তি—ভগবন্নাম-প্রভুর বধূস্বরূপিণী। জগন্মাতা—বিষ্ণুর 'নীলা', 'লীলা' বা 'দুর্গা'-শক্তি। পরস্পর মূর্তিভেদ থাকিলেও রমা, সরস্বতী বা দুর্গা, প্রত্যেকেই বস্তুতঃ ভগবান্ শ্রীনারায়ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি শ্রীনারায়ণী বা লক্ষ্মী,—প্রত্যেকেই মূর্তিমতী ভগবদ্-বিষ্ণু-দাস্যস্বরূপিণী,—প্রত্যেকেই মূল-আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া নিখিল আশ্রয়কোটি-জগতের আকররূপিণী প্রসূতি।।২১।।

নবদ্বীপে সর্বত্রই এবার দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত-বর্গের পাণ্ডিত্য-বল-পরীক্ষা বা বিচার-মল্লযুদ্ধে পাণ্ডিত্য-নির্ণয়-সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা—

**চতুর্দিকে সবেই করেন কোলাহল।**
**"বুঝিবাঙ এইবার যত বিদ্যাবল।।"৩৭।।**

নিমাই পণ্ডিতের সমীপে ছাত্রগণ-কর্তৃক দিগ্বিজয়ীর উপস্থিতি ও তদীয় যুযুৎসা ও জিগীষা-বৃত্তান্ত বর্ণন—

**এসব বৃত্তান্ত যত পড়ুয়ার গণে।**
**কহিলেন নিজ-গুরু গৌরাঙ্গের স্থানে।।৩৮।।**
**"এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি'।**
**সর্বত্র জিনিয়া বুলে জয়-পত্র ধরি'।।৩৯।।**
**হস্তী, ঘোড়া, দোলা, লোক, অনেক সংহতি।**
**সম্প্রতি আসিয়া হৈলা নবদ্বীপে স্থিতি।।৪০।।**
**নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায়।**
**নহে জয়পত্র মাগে সকল-সভায়।।"৪১।।**

ছাত্রগণের নিকট বিবৃতি-শ্রবণে নিমাই কর্তৃক সমদর্শন ঈশ্বরের বিমুখ-জীবের দম্ভহর ঐশ্বর্য-বর্ণন—

**শুনি' শিষ্যগণের বচন গৌরমণি।**
**হাসিয়া কহিতে লাগিলেন তত্ত্ববাণী।।৪২।।**
**"শুন, ভাই সব, এই কহি তত্ত্বকথা।**
**অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্বথা।।৪৩।।**
**যে-যে-গুণে মত্ত হই' করে অহঙ্কার।**
**অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার।।৪৪।।**

প্রকৃত বিনয়ের মহিমা-বর্ণন—

**ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।**
**'নম্রতা' সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ।।৪৫।।**

ঈশ্বর-কর্তৃক প্রাচীন গর্বিত রাজগণের গর্বনাশ—

**হৈহয়, নহুষ, বেণ, বাণ, নরক, রাবণ।**
**মহা-দিগ্বিজয়ী শুনিয়াছ যে যে জন।।৪৬।।**
**বুঝ দেখি, কা'র গর্ব' চূর্ণ নাহি হয়?**
**সর্বথা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সয়।।৪৭।।**

নবদ্বীপেই দিগ্বিজয়ীর দর্প চূর্ণ হইবে বলিয়া সকলকে নিমাইর আশ্বাসোক্তি—

**এতেকে তাহার যত বিদ্যা-অহঙ্কার।**
**দেখিবে এথাই সব হইবে সংহার।।"৪৮।।**

সায়ংকালে সশিষ্য নিমাইর গঙ্গাতটে আগমন—

**এত বলি' হাসি' প্রভু শিষ্যগণ-সঙ্গে।**
**সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে।।৪৯।।**

---

পরাবিদ্যা বা সরস্বতী অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তৃত্বাভিনিবেশযুক্ত ভোগবাঞ্ছা-প্রবণ জীবগণের নিকট স্বীয় স্বরূপ গুপ্ত বা লুক্কায়িত রাখিয়া ছায়ামূর্তি দুষ্টা সরস্বতীরূপে তাহাদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত বরাদি প্রদান করেন। তাদৃশ লব্ধবর অনুচানমানী ব্যক্তিগণ ত্রিভুবনবিজয়ে সমর্থ হইলেও বরদাপতি ভগবানের নিকট সর্বতোভাবে পরাভূত হইবার যোগ্য। সরস্বতীদেবী নিজ-অধীশ্বরের পরাজয় আকাঙ্ক্ষা করেন না বলিয়া তিনি মায়া-বিমোহিত বদ্ধজীবকে ভগবন্নাম-মহিমার কীর্তন হইতে বঞ্চিত করেন। শুদ্ধা সরস্বতীদেবী স্বীয় সাধক-ভক্তকে ভগবৎসেবোন্মুখ না দেখিলে তাহাকে স্বীয় ছায়ারূপিণী অপরা বিদ্যা-দ্বারা বিমোহিত করেন।।২২।।

যে শুদ্ধা সরস্বতী দেবীর নিষ্কপট করুণা-কটাক্ষে বিষ্ণুভক্তিরূপ পরম শ্রেয়ো-লাভ ঘটে, তাঁহার পক্ষে মানুষকে জড়রাজ্যে দিগ্বিজয়াদি বর-প্রদান-অতীব অনায়াসসাধ্য ও অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার।।২৩।।

জয়পত্র,—তর্কবিচার মল্ল-যুদ্ধে বা পাণ্ডিত্য-প্রতিভার পরীক্ষা-প্রদর্শন-সময়ে বিজয়ি-পক্ষ বিজিত-পক্ষের নিকটে যে স্বীয় জয়লাভ সূচক পত্র লাভ করেন, তাহাই বিজয়ীর 'জয়পত্র'। উহাই বিজয়ি-পক্ষের পাণ্ডিত্য-প্রতিভার নিদর্শন-পত্র।।৩০।।

জম্বুদ্বীপ—সপ্তদ্বীপের মধ্যে অন্যতম, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ অবস্থিত। এই ভারতবর্ষের বিদ্বজ্জনাধ্যুষিত সমস্ত ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া তৎকালে নবদ্বীপ স্ব-মহিমার জগতের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও প্রশংসিত ছিল।।৩২।।

দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিত নবদ্বীপে আগমন করিয়া বিরুদ্ধদলভুক্ত স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতের অনুসন্ধান করিলেন। যদি সমগ্র নবদ্বীপের মধ্যে তাদৃশ বিচার-সমর্থ কোন পণ্ডিতের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে ঐ দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের নিকট নবদ্বীপবাসী সকল পণ্ডিতই পরাজিত হইলেন বলিয়া তিনি পণ্ডিতবর্গকে নিজ-নিজ-পরাজয়-সূচক পত্র লিখিয়া দিবার দাবী করিলেন।।৪১।।

গঙ্গার অভিবন্দন—

**গঙ্গাজল স্পর্শ করি', গঙ্গা-নমস্করি'।**
**বসিলেন শিষ্য-সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।৫০।।**

বিভিন্ন পংক্তিতে ছাত্রগণের উপবেশন—

**অনেক মণ্ডলী হই' সর্ব-শিষ্যগণ।**
**বসিলেন চতুর্দিকে পরম-শোভন।।৫১।।**

গঙ্গাতটে বিবিধ-শাস্ত্রালাপে ব্যাপৃত প্রভু—

**ধর্মকথা, শাস্ত্রকথা অশেষ কৌতুকে।**
**গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন প্রভু সুখে।।৫২।।**

মানদ-ধর্মের আদর্শ প্রভু-কর্তৃক দিগ্বিজয়ি-জয়-প্রণালী-চিন্তন—

**কাহারে না করি' মনে ভাবেন ঈশ্বরে।**
**"দিগ্বিজয়ী জিনিবাঙ কেমন প্রকারে?৫৩।।**

আপনাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বি-জ্ঞানই দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কার-হেতু—

**এ বিপ্রের হইয়াছে মহা-অহঙ্কার।**
**'জগতে মোহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাহি আর'।।৫৪।।**

"মানীর অপমান—বজ্রপাত-তুল্য"—

**সভা-মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে।**
**মৃত-তুল্য হইবেক সংসার-ভিতরে।।৫৫।।**
**বিপ্রেরে লাঘব করিবেক সর্ব-লোকে।**
**লুটিবে সর্বস্ব, বিপ্র মরিবেক শোকে।।৫৬।।**

অতএব নির্জনে দিগ্বিজয়ীর পরাজয়-সাধন দ্বারা তদীয় দর্পহরণার্থ প্রভুর সঙ্কল্প—

**দুঃখ না পাইবে বিপ্র, গর্ব হৈবে ক্ষয়।**
**বিরলে সে করিবাঙ দিগ্বিজয়ী জয়।।"৫৭।।**

ইত্যবসরে দিগ্বিজয়ীর তথায় আগমন—

**এইমত ঈশ্বর চিন্তিতে সেইক্ষণে।**
**দিগ্বিজয়ী নিশায় আইলা সেই-স্থানে।।৫৮।।**

সায়াহ্নে পূর্ণিমা-নিশা ও গঙ্গার শোভা-বর্ণন—

**পরম নির্মল নিশা পূর্ণ-চন্দ্রবতী।**
**কিবা শোভা হইয়া আছেন ভাগীরথী।।৫৯।।**

---

নবদ্বীপবাসী পরাজয়াশঙ্কাকারী পণ্ডিত-শিষ্যগণের নিকট দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের আস্ফালন শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তত্ত্ব অর্থাৎ সত্য বা স্বরূপ-বিচার-মুখে তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন যে, মায়াধীশ ঈশ্বর মায়াবশ কর্তৃত্বাভিমানযুক্ত অহঙ্কারিগণের সমস্ত অহঙ্কার---গর্বিতগণের সমস্ত গর্ব---সর্বতোভাবে বিনাশ করেন এবং কখনও তাহাদের গর্ব-পোষণের কোনপ্রকার সহায়তা করেন না। (ভাঃ ১০।১৪।২০)---'জন্মাসতাং দুর্মদনিগ্রহায় প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ।।"৪৩।।

প্রাকৃত-রাজ্যে ত্রিগুণ বর্তমান। গুণত্রয়, প্রত্যেকেই নিজত্ব সংরক্ষণ-বিষয়ে পরস্পর মিশ্রিত হইয়াও ভেদ-ধর্মযুক্ত। সত্ত্বগুণের দ্বারা রজস্তমোগুণ নিরস্ত হইলে জীব সত্ত্বগুণে অবস্থিত হন। কিন্তু তাদৃশ সত্ত্বগুণেও রজস্তমোগুণের আপেক্ষিক সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। রজস্তমোগুণ-দ্বয়ের আপেক্ষিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া যে সত্ত্বগুণ বর্তমান থাকে, তাহা 'বিশুদ্ধ-সত্ত্ব' বা 'নির্গুণ'-শব্দ বাচ্য। প্রাকৃতজগতে যে গুণত্রয়ের বশীভূত হইয়া কর্তৃত্বাভিমান-মত্ত জনগণ অহঙ্কার প্রদর্শন করেন, সেই বিবদমান গুণসমূহের সমতা সাধন-পূর্বক বৈকুণ্ঠ-বিলাস প্রকট করিবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর উহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিভাব অপসারিত করিয়া উহাদিগকে নৈর্গুণ্যে স্থাপন করেন। গুণজাত অহঙ্কার---কালক্ষোভ্য, অর্থাৎ কালের অভ্যন্তরেই গুণজাত 'অহংতা' ও 'মমতা'র ক্রিয়া লক্ষিত হয় এবং কালেই উহা বিনষ্ট হয়; অতএব জীবের গুণজাত-সম্বন্ধ 'নিত্য' নহে,---তাৎকালিক-মাত্র। জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ---এই গুণজাত-ভাবত্রয় নিত্যস্থায়িভাব নহে, সুতরাং বিনাশ-যোগ্য। ঈশ-বৈমুখ্য হইতে যে ক্রিয়া জীব-কর্তৃক কর্তৃত্ব-সূত্রে সাধিত হয়, উহাই ' গৌণী', আর ঈশ-সেবোন্মুখ-দাস্যে যে সেবাময়ী ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহাই 'মুখ্যা' বা 'নিত্যা'।।৪৪।।

বৃক্ষ যেরূপ ফল-ভারে অবনত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট জনগণ সদ্গুণবিশিষ্ট হইয়া নম্র-স্বভাবের পরিচয় প্রদান করেন। 'অল্প-বিদ্যা-ভয়ঙ্করী', 'সফরী ফর্ ফরায়তে', 'এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে' প্রভৃতি বাক্যের প্রকৃত-তাৎপর্য-বিচারে বিমুখ ব্যক্তিগণ স্বীয় প্রাকৃত অভাবজনিত স্বল্প-প্রাপ্তিকেই বহু মানন করিয়া অপরের নিকট বিনয়-প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হয়। তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর লোক-মঙ্গলের জন্য "তৃণাদপি সুনীচ" স্বভাবসম্পন্ন জনগণেরই হরিনাম-গ্রহণরূপ ভগবৎসেবায় নিত্য-যোগ্যতা আছে বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ভগবৎস্বভাবের অণু অংশরূপেই জীবের অধিষ্ঠান। গীতায় জীব 'পরা-প্রকৃতি' শব্দে কথিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর জগদ্গুরু আচার্যের লীলা-প্রদর্শন-কল্পে প্রকৃত সদ্গুণবান্ জীবের স্বভাব বর্ণন করিতে গিয়া যথার্থ বিনয়ের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।।৪৫।।

গঙ্গাতটে শিষ্য-বেষ্টিত নিমাই পণ্ডিতের শ্রীরূপ-বর্ণন—

**শিষ্য-সঙ্গে গঙ্গা-তীরে আছেন ঈশ্বর।**
**অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে রূপ সর্ব মনোহর।।৬০।।**
**হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্র-বদন অনুক্ষণ।**
**নিরন্তর দিব্য-দৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন।।৬১।।**
**মুক্তা জিনি' শ্রীদশন, অরুণ অধর।**
**দয়াময় সুকোমল সর্ব-কলেবর।।৬২।।**
**শ্রীমস্তকে সুবলিত চাঁচর শ্রীকেশ।**
**সিংহ-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ, বিলক্ষণ বেশ।।৬৩।।**
**সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ, সুন্দর হৃদয়।**
**যজ্ঞসূত্ররূপে তঁহি অনন্ত-বিজয়।।৬৪।।**
**শ্রীললাটে ঊর্ধ-সুতিলক মনোহর।**
**আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর।।৬৫।।**

যতিগণের অনুরূপ রীতিতে উপবিষ্ট নিমাই পণ্ডিত—

**যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।**
**বাম-উরু-মাঝে-থুই' দক্ষিণ চরণ।।৬৬।।**

স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া স্বেচ্ছানুরূপ শাস্ত্র-ব্যাখ্যান-স্থাপন-খণ্ডন—

**করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।**
**'হয়' 'নয়' করে, 'নয়' করেন প্রমাণ।।৬৭।।**

নানা পংক্তিবদ্ধভাবে উপবিষ্ট শিষ্যগণ—

**অনেক মণ্ডলী হই' সর্ব-শিষ্যগণ।**
**চতুর্দিকে বসিয়া আছেন সুশোভন।।৬৮।।**

তদ্দর্শনে বিস্মিত দিগ্বিজয়ীর প্রভুর বৈশিষ্ট্যাবধারণ—

**অপূর্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত।**
**মনে ভাবে,—"এই বুঝি নিমাইপণ্ডিত?"৬৯।।**

---

হৈহয়,—মাহিষ্মতীপুর-পতি কার্তবীর্যার্জুন; ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের বর-প্রভাবে সহস্রবাহুলাভ-রূপ বর-প্রাপ্তি এবং ভগবান্ পরশুরামের হস্তে নিধন,—ভাঃ ৯।১৬।১৭-৩৪ শ্লোক; মহাভারতে বনপর্বান্তর্গত তীর্থযাত্রা-পর্বে ১১৫ অঃ ১০-১৮ এবং ১১৬ অ ১৯-২৪; হরিবংশে ১।৩৩, বায়ুপুরাণে ৯৪ অঃ; মৎস্যপুরাণে ৪৩ অঃ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণে ১৬ অঃ দ্রষ্টব্য।

নহুষ,—সোমবংশীয় রাজর্ষি পুরূরবার পুত্র; আয়ুর ঔরসে স্বর্ভাণবীর গর্ভে জাত এবং রাজর্ষি যযাতির পিতা। নহুষের ঐশ্বর্য-মত্ততা, মোহ ও পতন,—মহাভারতে বনপর্বান্তর্গত আজগর-পর্বে ১৮০ অঃ ১১-১৪, ১৮১ অঃ ৩০-৩৭ এবং উদ্যোগ-পর্বে ১১ অঃ ১০-২৪ শ্লোক, ১২ অঃ ১৭ অঃ এবং হরিবংশে ১।২৮, বায়ুপুরাণে ৯২ অঃ, ব্রহ্মপুরাণে ১১ অঃ দ্রষ্টব্য।

বেণ,—রাজর্ষি অঙ্গের নাস্তিক, ভূত-পীড়ক পুত্র; ইহার অহংগ্রহোপাসনা-মূলা নাস্তিকতা বা পাষণ্ডিতা এবং ভূতহিংসা দর্শনে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ইহার সদ্যো-বিনাশ ও মথ্যমান বাহু হইতে মহারাজ পৃথুর আবির্ভাব,—ভাঃ ৪র্থ স্কঃ ১৩ অঃ ৩৯-৪৯, ১৪ অঃ ১-৪৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ভগবানের প্রতি কাম, ভয়, দ্বেষ, সম্বন্ধ, স্নেহ ও ভক্তি,—এই কয়প্রকার অনুশীলনের মধ্যে কোনপ্রকার অনুশীলনেই বিমুখ হওয়ায় ভগবানের তীব্রানুশীলনাভাবে বেণ সর্বাপকৃষ্ট-পাপের ফলে ভীষণতম নরকে চিরপাতিত হইয়াছিল; এ-জন্য কখনও তাহার উদ্ধার-লাভের আশা নাই। ভাঃ ৭।১।৩১ শ্লোকের ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দেবর্ষি শ্রীনারদের উক্তি "কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি। তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।।"

বাণ,—দৈত্যপতি বলির সহস্রবাহু পুত্র, রুদ্রের প্রিয় সেবক; অন্য নাম—মহাকাল। বাণের বৃত্তান্ত ও কৃষ্ণ কর্তৃক তাহার দর্প নাশ, ভাঃ ১০ম স্কঃ ৬২ ও ৬৩ অঃ এবং হরিবংশে ২।১১৮ অঃ দ্রষ্টব্য।

নরক,—ভগবান্ বরাহদেবের স্পর্শে, ভূমির গর্ভে জাত মহাসুর; কৃষ্ণ কর্তৃক উহার বিনাশ,—ভাঃ ১০ম স্কঃ ৫৯ অঃ ১-২২ শ্লোক; হরিবংশে ২।৬৩ অঃ এবং বিষ্ণুপুঃ ৫ ম অং ২৯ অঃ দ্রষ্টব্য।

রাবণ,—রাবণের জন্ম, তপস্যা, বর-প্রভাবে যুদ্ধাদিতে জয়লাভ ফলে দর্প,—রামায়ণে উত্তরাকাণ্ডে ৯ম সঃ—৩৯ সঃ এবং শ্রীরাম-হস্তে খর-দূষণের মৃত্যু-সংবাদ-শ্রবণে ক্রোধ, মায়া-সীতাহরণ হইতে আরম্ভ করিয়া নিধন-বৃত্তান্ত—ঐ অরণ্যকাণ্ডে ৩১ শ সঃ—৫৬ সঃ, সুন্দরকাণ্ডে ৪র্থ সঃ ২২শ সঃ, লঙ্কাকাণ্ডে ৬ষ্ঠ সঃ—১৬শ সঃ, ২৬শ ৩১শ সঃ, ৪০, ৫৯, ৬২-৬৩, ৯৩, ৯৬-১০১, ১০৩-১১১শ সঃ এবং মহাভাঃ বনপর্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণ-পর্বে ২৭৪, ২৭৭, ২৮০, ২৮৪ ও ২৮৯ অঃ এবং ভাঃ ৯ম স্কঃ ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য।

অলক্ষ্যে দিগ্বিজয়ী প্রভুর-রূপে আকৃষ্ট—

**অলক্ষিতে সেই স্থানে থাকি' দিগ্বিজয়ী।**
**প্রভুর সৌন্দর্য চা'হে একদৃষ্টি হই'।।৭০।।**

শিষ্য-সমীপে নিমাই পণ্ডিতের পরিচয়-জিজ্ঞাসা; শিষ্যের তৎকথন—

**শিষ্যস্থানে জিজ্ঞাসিলা,—''কি নাম ইহান্?''**
**শিষ্য-বোলে,—''নিমাইপণ্ডিত-খ্যাতি যা'ন।।''৭১।।**

গঙ্গা-প্রণামান্তে দিগ্বিজয়ীর নিমাই-সমীপে আগমন—

**তবে গঙ্গা নমস্করি' সেই বিপ্রবর।**
**আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর।।৭২।।**

মানদ-ধর্মের সর্বোত্তম আদর্শ প্রভুর দিগ্বিজয়ীকে সাদর অভ্যর্থনা—

**তা'নে দেখি' প্রভু কিছু ঈষৎ হাসিয়া।**
**বসিতে বলিলা অতি আদর করিয়া।।৭৩।।**

স্বভাবতঃ নির্বীক, বিশেষতঃ স্বয়ং দিগ্বিজয়ী হইয়াও প্রভু-দর্শনে পণ্ডিতের মনে ভীতির সঞ্চার—

**পরম-নিঃশঙ্ক সেই, দিগ্বিজয়ী আর।**
**তবু প্রভু দেখিয়া সাধ্বস হৈল তাঁ'র।।৭৪।।**

ঈশ্বর-দর্শনমাত্র তৎপ্রতিদ্বন্দ্বেচ্ছু বিমুখ-জীবের নিজ-ক্ষুদ্রত্বোপলব্ধি ও ভীতি—

**ঈশ্বর-স্বভাব-শক্তি এইমত হয়।**
**দেখিতেই মাত্র তা'নে, সাধ্বস জন্মায়।।৭৫।।**

বিবিধ বিষয়ে পরস্পর আলাপ—

**সাত পাঁচ কথা প্রভু কহি' বিপ্রসঙ্গে।**
**জিজ্ঞাসিতে তাঁ'রে কিছু আরম্ভিলা রঙ্গে।।৭৬।।**

মানদধর্মের পূর্ণাদর্শ প্রভুর দিগ্বিজয়ীকে পাপনাশিনী গঙ্গার মাহাত্ম্য-বর্ণনার্থ অনুরোধ—

**প্রভু কহে,—''তোমার কবিত্বের নাহি সীমা।**
**হেন নাহি, যাহা তুমি না কর' বর্ণনা।।৭৭।।**
**গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন।**
**শুনিয়া সবার হউক পাপ-বিমোচন।।''৭৮।।**

দিগ্বিজয়ীর গঙ্গা-মহিমা-বর্ণন—

**শুনি' সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন।**
**সেইক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন।।৭৯।।**

দিগ্বিজয়ীর দ্রুত শ্লোক-বর্ণন—

**দ্রুত যে লাগিলা বিপ্র করিতে বর্ণনা।**
**কতরূপে বোলে, তা'র কে করিবে সীমা?৮০।।**

---

মহাদিগ্বিজয়ী,—ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের বলে অষ্টদিক্ বিজয় করেন, ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে বাহুবলে এবং বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্যদ্বারা ধন-বলে দেশ জয় করেন।।৪৬।।

ধর্মকথা,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যবহারিক বর্ণাশ্রমধর্ম-কথা।

শাস্ত্র-কথা,—প্রপঞ্চে পারলৌকিক-জ্ঞানের একপ্রকার দুর্ভিক্ষই বর্তমান; সুতরাং লোকাতীত শ্রৌতকথার কীর্তন দ্বারা শাসনমুখে জীবগণের অজ্ঞানান্ধকার-দূরীকরণার্থ যে উপদেশ, তাহাই শাস্ত্র-কথা।।৫২।।

বিদ্বজ্জনমান্য দিগ্বিজয়ী পরাজয় লাভ করিলে তাঁহার কিরূপ ক্লেশ হইবে, তাহাই জগতে শিষ্টাচার ও মানদধর্মের সর্বোত্তম আদর্শ-প্রদর্শক প্রভু চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন,—যদি তিনি বহু লোকের সমক্ষে এই আত্ম-সম্ভাবিত দিগ্বিজয়ীকে পরাজয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইবে; আবার পরাজিত হইলেও রক্ষা নাই,—সে ত' লাঞ্ছিত হইবেই, অধিকন্তু সকলে মিলিয়া তাহার অর্থ, হস্তী, অশ্বাদি সমস্তই বলপূর্বক অধিকার করিবে,—তাহাতে ব্রাহ্মণের বড়ই শোক উপস্থিত হইবে। এইসকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি ও লক্ষ্য রাখিয়াই আমাকে নির্জনে দিগ্বিজয়ীর পরাজয় সাধন করিতে হইবে।।৫৬।।

লাঘব,—(প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত, অধুনা অপ্রচলিত; বিশেষণ), অবজ্ঞাত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, লঘু, হীন; গুরুত্ব বা সত্ত্ব-শূন্য, অসার, তরল, 'হাল্কা' বলিয়া অনুভূত।।

পাঠান্তরে,—''হরি বলি' গোরা পঁহু নাচে বাহু তুলি'। জগমন বান্ধল করুণ বোল বলি'।।'' এই পদ্যটি কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এ স্থলে উহার সঙ্গতি হয় না। যেহেতু পূর্ববর্তী ৫২ ও পরবর্তী ৬৮ সংখ্যা-স্থিত বাক্যের সহিত ইহার অর্থ-সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য নাই।।৫৯-৬০।।

মেঘমন্দ্রবৎ দিগ্বিজয়ীর কবিত্ব-নাদ-গাম্ভীর্য—

**কত মেঘ, শুনি, যেন করয়ে গর্জন।**
**এইমত কবিত্বের গাম্ভীর্য-পঠন।।৮১।।**

স্বয়ং বাগ্‌দেবীর পরিচালন-প্রভাবে দিগ্বিজয়ীর কবিত্বের নির্দোষত্ব—

**জিহ্বায় আপনি সরস্বতী-অধিষ্ঠান।**
**যে বোলয়ে, সে-ই হয় অত্যন্ত-প্রমাণ।।৮২।।**

সামান্য শক্তি বা মেধা-বলে, দূষণ দূরে থাকুক, তদীয় কবিত্ব-বোধও অসম্ভব—

**মনুষ্যের শক্ত্যে তাহা দূষিবেক কে?**
**হেন বিদ্যাবন্ত নাহি,—বুঝিবেক যে।।৮৩।।**

নিমাইর শিষ্যগণ তৎকবিত্ব-শ্রবণে বিস্ময়ে নির্বাক্—

**সহস্র-সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ।**
**অবাক্ হইলা সবে শুনিঞা বর্ণন।।৮৪।।**

দিগ্বিজয়ীর কবিত্বকে তাহাদের অলৌকিক-জ্ঞান—

**'রাম রাম অদ্ভুত!' স্মরেন শিষ্যগণ।**
**'মনুষ্যের এমত কি স্ফুরয়ে কথন?'৮৫।।**

যাবতীয় উত্তম উত্তম শব্দালঙ্কার-নিচয় সাহায্যে দিগ্বিজয়ীর কবিত্ব-বর্ণন—

**জগতে অদ্ভুত যত শব্দ-অলঙ্কার।**
**সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাহি আর।।৮৬।।**

শব্দার্থবিদ্‌গণেরও দিগ্বিজয়ি-প্রযুক্ত শব্দার্থাবধারণে অসামর্থ্য—

**সর্বশাস্ত্রে মহা-বিশারদ যে-যে-জন।**
**হেন শব্দ তাঁ'সবারও বুঝিতে বিষম।।৮৭।।**

দিগ্বিজয়ীর প্রহর-ব্যাপী অনর্গল শ্লোক-পঠন—

**এইমত প্রহর-খানেক দিগ্বিজয়ী।**
**অদ্ভুত সে পড়য়ে, তথাপি অন্ত নাই।।৮৮।।**

দিগ্বিজয়ীর শ্লোকপাঠান্তে প্রভুর উক্তি—

**পড়ি' যদি দিগ্বিজয়ী হৈলা অবসর।**
**তবে হাসি' বলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।।৮৯।।**

মানদ-ধর্মের পূর্ণাদর্শ প্রভু-কর্তৃক দিগ্বিজয়ীর শব্দার্থ-স্বারস্য-প্রশংসান্তে তাঁহাকেই শ্লোক-ব্যাখ্যানার্থ অনুরোধ—

**"তোমার যে-শব্দের গ্রন্থন অভিপ্রায়।**
**তুমি বিনে বুঝাইলে, বুঝা নাহি যায়।।৯০।।**
**এতেক আপনে কিছু করহ ব্যাখ্যান।**
**যে শব্দে যে বোল তুমি, সেই সুপ্রমাণ।।"৯১।।**

প্রভুর মধুর বাক্যে দিগ্বিজয়ীর স্বকৃত-শ্লোক- ব্যাখ্যানারম্ভ—

**শুনিঞা প্রভুর বাক্য সর্ব-মনোহর।**
**ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর।।৯২।।**

দিগ্বিজয়ীর শ্লোক-ব্যাখ্যারম্ভেই প্রভু-কর্তৃক তদ্দূষণ—

**ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।**
**দূষিলেন আদি-মধ্য-অন্তে তিন স্থানে।।৯৩।।**

---

বিলক্ষণ,—অলৌকিক, অপ্রাকৃত।।৬৩।।

ভগবান্ শ্রীনারায়ণের দশবিধ সেবোপকরণের অন্যতম যজ্ঞসূত্র বা উপবীতরূপে শ্রীঅনন্ত-দেবের অবস্থান।।৬৪।।

পাঠান্তরে,—"দণ্ড দেখিতে কি বাহু কখন উঠয়?"—অর্থাৎ প্রতিপক্ষের হস্তে শাসন-দণ্ড থাকিলে যেমন কেহই স্বীয় বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না, তদ্রূপ মূর্তিমান্ সর্বলোক-শাস্তা সর্বেশ্বরেশ্বর গৌর-নারায়ণের এরূপ স্বরূপ-শক্তি-বৈভব অর্থাৎ স্বাভাবিক ঐশ্বর্য-মহিমা যে, কোন বশ্য বস্তুই তাঁহাকে অতিক্রম বা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না। তাৎপর্য এই যে, স্বল্পপাণ্ডিত্য-কূপ দিগ্বিজয়ী অসীমপাণ্ডিত্য-সমুদ্র গৌর সুন্দরের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অগ্রসর না হইয়া সম্পূর্ণ ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িল।।৭৫।।

চৈঃ চঃ আদি ১৬শ পঃ ৩৪-৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।৭৭-৮০।।

অত্যন্ত প্রমাণ,—অতিশয় প্রামাণিক, যুক্তিযুক্ত, বিশ্বাস্য বা নিশ্চত।।৮২।।

দিগ্বিজয়ীর রচিত ও পঠিত গঙ্গা-স্তবে সর্বত্র বিস্ময়কর ও উৎকৃষ্ট শব্দবিন্যাস ও আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বর্তমান ছিল। সুতরাং সকলশাস্ত্রে পারদর্শী কৃতবিদ্য পরম-পণ্ডিতগণও সেইসকল শ্লোক বিচার ও আস্বাদন করিতে অত্যন্ত দুরূহ বোধ করিতেন।।৮৮।।

অবসর,—(বিশেষণ), লব্ধাবকাশ, বিরত।।৮৯।।

প্রভুর দিগ্বিজয়ি-প্রযুক্ত শব্দালঙ্কারের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা—

**প্রভু বোলে,—"এ সকল শব্দ-অলঙ্কার।**
**শাস্ত্র-মতে শুদ্ধ হৈতে বিষম অপার।।৯৪।।**
**তুমি বা দিয়াছ কোন্ অভিপ্রায় করি'।**
**বোল দেখি?' কহিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।৯৫।।**

সাক্ষাদ্ বাণীর বরপুত্র হইলেও নিমাইর প্রশ্নফলে দিগ্বিজয়ীর হতবুদ্ধিতা—

**এত বড় সরস্বতীপুত্র দিগ্বিজয়ী।**
**সিদ্ধান্ত না স্ফুরে কিছু, বুদ্ধি গেল কহিঁ।।৯৬।।**

দিগ্বিজয়ীর অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক উত্তর-প্রদান—

**সাত পাঁচ বোলে বিপ্র, প্রবোধিতে নারে।**
**যেই বোলে, তাই দোষে গৌরাঙ্গসুন্দরে।।৯৭।।**

দিগ্বিজয়ী অপ্রতিভ ও নিজ-বাক্য-বোধেই অশক্ত—

**সকল প্রতিভা পলাইল কোন্ স্থানে।**
**আপনে না বুঝে বিপ্র, কি বোলে আপনে।।৯৮।।**

দিগ্বিজয়ীকে অন্যবিধ শাস্ত্রের আবৃত্তি-করণার্থ অনুরোধ, কিন্তু দিগ্বিজয়ীর মোহ—

**প্রভু বোলে,—"এ থাকুক, পড় কিছু আর।"**
**পড়িতেও পূর্বমত শক্তি নাহি আর।।৯৯।।**

প্রভু-সমীপে দিগ্বিজয়ীর মোহ-সমর্থনে গ্রন্থকারের 'কৈমুত্য'-ন্যায়ের দৃষ্টান্ত; (১) সাক্ষাৎ শ্রুতিরও গোপনীয় ও স্তবনীয় বস্তু গৌর-নারায়ণ—

**কোন্ চিত্র তাহান সম্মোহ প্রভু স্থানে?**
**বেদেও পায়েন মোহ যাঁ'র বিদ্যমানে।।১০০।।**

(২) বিশ্ব-স্থিত্যুদ্ভবলয়-কর্তা শেষ, ব্রহ্মা ও রুদ্রেরও গৌর-নারায়ণ-সমীপে মোহ—

**আপনে অনন্ত, চতুর্মুখ, পঞ্চানন।**
**যাঁ'সবার দৃষ্ট্যে হয় অনন্ত ভুবন।।১০১।।**
**তাঁ'রাও পায়েন মোহ যাঁ'র বিদ্যমানে।**
**কোন্ চিত্র,—সে বিপ্রের মোহ প্রভু-স্থানে?১০২।।**

(৩) বিমুখজীবগণের ভোগ-দৃষ্টি-হেতু অন্তরঙ্গা পরা চিৎ-(স্বরূপ)-শক্তির ছায়া-রূপিণী জড়া মায়াশক্তিই নিখিল কৃষ্ণবিমুখ ভুবন-মোহিনী—

**লক্ষ্মী-সরস্বতী-আদি যত যোগমায়া।**
**অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড মোহে' যাঁ-সবার ছায়া।।১০৩।।**

বহিরঙ্গা মায়াশক্তির ভগবদীক্ষা-পথে না থাকিয়া লজ্জাভরে অপাশ্রিত-ভাবে অবস্থান—

**তাহারা পায়েন মোহ, যাঁর বিদ্যমানে।**
**অতএব পাছে সে থাকেন সর্বক্ষণে।।১০৪।।**

---

গ্রন্থন-অভিপ্রায়,---রচন-তাৎপর্য।।৯০।।

নিজ-কৃত যে শ্লোকটী দিগ্বিজয়ী পরমোৎসাহ-ভরে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তাহা এই,--"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা। দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্যচরণা ভবানীভর্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা।।" চৈঃ চঃ আদি ১৬শ পঃ ৪১ ও ৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।৯২।।

দিগ্বিজয়ী নিজ-কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলে প্রভু সেই রচিত শ্লোকের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সর্বত্রই আলঙ্কারিক দোষ প্রদর্শন করিলেন। রচনায় যে শব্দবিন্যাস-কৌশল ও আলঙ্কারিক শুদ্ধি আবশ্যক, তাহা দিগ্বিজয়ীর শ্লোকে দৃষ্ট হয় নাই। চৈঃ চঃ আদি ১৬শ পঃ ৫৪-৮৪ সংখ্যায় দিগ্বিজয়ি-কৃত শ্লোকে প্রভু-কর্তৃক পঞ্চ দোষ ও পঞ্চ গুণ-প্রদর্শন দ্রষ্টব্য।।৯৩।।

শাস্ত্রমতে . . . . অপার,---দিগ্বিজয়ীর শ্লোকস্থিত শব্দালঙ্কারসমূহ তত্তৎশাস্ত্রানুসারে শুদ্ধ বলিয়া নির্ণয় করিতে গেলেও অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল।।৯৪।।

বুদ্ধি গেল কহি, ---বুদ্ধি কোথায় যেন চলিয়া গেল, অর্থাৎ দিগ্বিজয়ীর বিচার-শক্তি লুপ্ত বা নষ্ট হইল।।৯৬।।

ভগবান্ শ্রীগৌর-নারায়ণের নিকটে শ্রীঅনন্তদেবেরও মোহ,---১। (ভাঃ ২।৭।৪১ শ্লোকে নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি)-- 'আমি (ব্রহ্মা) ও তোমার এই অগ্রজ সনকাদি মুনিগণ, কেহই সেই পরম- পুরুষ পুরুষোত্তমের যে মায়া-বল (স্বরূপশক্তি-বৈভব), তাহা জানি না; আর যাহারা—সামান্য জীবমাত্র, তাহারা কিরূপে তাহা জানিবে? এমন যে সহস্রানন আদিদেব শ্রীঅনন্তদেব, তিনিও তাঁহার গুণ গান করিতে করিতে অদ্যাপি তাহার পার পাইলেন না।'

(৪) বেদমন্ত্রোদ্গাতা অনন্তদেবেরও ভগবদ্রূপ-দর্শনে মোহ—

**বেদকর্তা শেষও মোহ পায় যাঁ'র স্থানে।**
**কোন্ চিত্র,—দিগ্বিজয়ী-মোহ বা তাহানে?১০৫।।**

ঈশ্বরের সম্মুখে মর্ত্যজীবাধিক-সুরিগণেরও মোহন-হেতু তদীয় অলৌকিক-লীলৈশ্বর্য-মহিমানুমান—

**মনুষ্যে এ সব কার্য অসম্ভব বড়।**
**তেঞি বলি'—তাঁ'র সকল কার্য দড়।।১০৬।।**

বিমুখ-দীন-জীবের তারণই ভক্তের ও ভগবদবতার-লীলার অন্যতম তাৎপর্য—

**মূলে যত কিছু কর্ম করেন ঈশ্বরে।**
**সকলি—নিস্তার-হেতু দুঃখিত-জীবেরে।।১০৭।।**

দিগ্বিজয়ীর পরাভবারম্ভে নিমাইর ছাত্রগণের হাস্যোদ্গম—

**দিগ্বিজয়ী যদি পরাজয়ে প্রবেশিলা।**
**শিষ্যগণ হাসিবারে উদ্যত হইলা।।১০৮।।**

---

২। জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা ব্রজের গো-বৎস ও বৎসপাল হরণ করায় ব্রহ্মার মোহ উৎপাদন ও গোপবালকগণের মাতৃবর্গের বিষাদ দূরীভূত করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গো বৎস ও বৎসপালকগণের রূপ ধারণপূর্বক এক বৎসর গোষ্ঠে ক্রীড়া করিতে থাকিলে, স্বীয় সন্তানগণের প্রতি গো ও গোপীগণের প্রেম-সমৃদ্ধির আতিশয্য-দর্শনে উহার কারণ জানিতে না পারিয়া ভগবান্ শ্রীবলরাম চিন্তা করিতে লাগিলেন,—( ভাঃ ১০।১৩।৩৭)—'এ কোন্ মায়া? দেবগণের অথবা মানবগণের, কিংবা অসুরগণের? কি-কারণেই বা এ মায়া প্রযুক্তা হইয়াছে? ইহা অন্য মায়া বলিয়া সম্ভব হয় না; কেন না, ইহাতে অন্য বশ্যগণের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ আমারও মোহ উপস্থিত হইল। অতএব খুব সম্ভব, আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই এই মায়া।'

চতুর্মুখের মোহ,—(ভাঃ ১০।১৩।৪০-৪৫)—'ব্রহ্মা আত্মপরিমাণানুসারে ত্রুটি পরিমিতকালের পর ব্রজে আসিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ববৎ গো-বৎস ও বৎসপালগণের সহিত প্রাপঞ্চিক গণনার একবৎসর-কাল-পর্যন্ত ক্রীড়া করিতে দেখিলেন। দেখিয়া ব্রহ্মা মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন,—গোকুলে যত গোপবালক ও গো-বৎস ছিল, সকলেই আমার মায়া-শয্যায় শয়ান আছে; অদ্যাপি তাহাদের পুনরুত্থান হয় নাই। আমার মায়া-মোহিত সেইসকল গোপশিশু ও গো-বৎস হইতে পৃথক্ এই সকল গোপ-শিশু ও গো-বৎস এস্থানে কোথা হইতে কিরূপে আসিল? অনেকক্ষণ বিতর্ক এবং ধ্যান করিয়াও ব্রহ্মা পূর্বোক্ত দ্বিবিধ গোপ-শিশু ও গো-বৎসগণের মধ্যে কোন্‌গুলি সত্য, কোন্‌গুলিই বা অসত্য তাহা কোনপ্রকারেই জানিতে পারিলেন না। এইরূপে মায়া-মোহাতীত ও বিশ্ব-মোহন সাক্ষাদ্‌ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে নিজ-মায়া-দ্বারা মুগ্ধ করিতে গিয়া ব্রহ্মা স্বয়ংই বিমোহিত হইলেন। তমিস্র-রজনীতে হিমকণোদ্ভূত অন্ধকার যেমন উহাকে পৃথগ্‌ভাবে আচ্ছাদন করিতে পারে না, পরন্তু উহাতেই লীন হয়, খদ্যোতালোক যেমন সূর্যালোকিত দিবসকে পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশ করিতে পারে না, তদ্রূপ মায়াতীত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্তের নিকট ইতরা মায়া কিছুই করিতে পারে না,—নিজের মধ্যেই নিজ-বিক্রম বিনাশ করিয়া ফেলে।' চৈঃ ভাঃ আদি —১ম অঃ ৭২ সংখ্যাধৃত ভাঃ ২।৭।৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পঞ্চাননের মোহ,—ভগবান্ হরি দানবগণকে মোহিণীরূপে বিমোহিত করিয়া সুরগণকে সোম পান করাইলেন দেখিয়া ভবানীপতি বৃষধ্বজ স্বীয় পত্নী উমা ও অনুচরগণের সহিত শ্রীহরির সেই মোহিনীরূপের দর্শনাভিলাষী হইয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্বক পূজা করত কহিলেন, (ভাঃ ৮।১২।১০)—"হে পরমেশ, আপনার মায়ায় অপহৃত-মতি আমি, ব্রহ্মা ও মরীচি প্রমুখ মহর্ষিগণ, শিবদ-সত্ত্বগুণের দ্বারা হৃষ্ট হইয়াও আপনার দূরে যাউক, আপনার বিরচিত এই বিশ্বের তত্ত্বই জ্ঞাত নহি; আর চির-দুঃখদ রজস্তমোগুণে যে-সকল দৈত্য ও মর্ত্যজীবের উৎপত্তি, তাহারা যে আপনার তত্ত্ব অবগত নহে, তৎসম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?' (ভাঃ ৮।১২।২২শ ও ২৫শ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি)—'ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ঐ মোহিনী-রূপ দেখিবা-মাত্র মহাদেব তাঁহার কটাক্ষে মুগ্ধ ও (পরস্পর সন্দর্শন-ফলে) বিহ্বলচিত্ত হওয়ায় আপনাকে এবং সমীপবর্তিনী উমা ও নিজের পার্ষদগণকেও জানিতে পারিলেন না। * * মোহিনীকর্তৃক ভগবান্ ভবের বিজ্ঞান অপহৃত হওয়ায় তিনি মোহিনীর মায়াবিলাসে কাম-বিহ্বল হইলেন। পার্শ্ববর্তিনী ভবানী সমস্ত ঘটনা দেখিতে থাকিলেও তাঁহাকে অনাদর করিয়াই তিনি মোহিনীর সমীপে গমন করিলেন।'

মানদ-ধর্মের পূর্ণাদর্শ প্রভু-কর্তৃক স্বশিষ্যগণকে পরাজিত মানীর অবমানন-নিবারণ—

**সবারেই প্রভু করিলেন নিবারণ।**
**বিপ্র-প্রতি বলিলেন মধুর বচন।।১০৯।।**

পরদিন বিচারাঙ্গীকার-পূর্বক নিশাধিক্য-হেতু দিগ্বিজয়ীকে মধুর বাক্যে প্রভুর বিদায় দান—

**"আজি চল তুমি শুভ কর' বাসা-প্রতি।**
**কালি বিচারিব সব তোমার সংহতি।।১১০।।**

অন্যান্য দেবগণের মোহ-বৃত্তান্ত,—( 'কেন' বা 'তলবকার' উপনিষদে ৩য় খঃ ও ৪র্থ খঃ ১ম মঃ)—'দেবাসুর সংগ্রামে ব্রহ্ম (বিষ্ণুই) দেবগণকে বিজয়ফল প্রদান করিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মের (বিষ্ণুরই) বিজয়ে দেবগণ মহিমান্বিত হইলেন; কিন্তু অজ্ঞতা-বশতঃ তাঁহারা মনে করিলেন,—'আমাদিগের এই বিজয়, আমাদিগেরই এই মহিমা।'

ব্রহ্ম (শ্রীবিষ্ণু) দেবগণের ঐ অজ্ঞতা বেশ বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগের সম্মুখে (যক্ষ বা গন্ধর্ব-রূপে) প্রাদুর্ভূত হইলেন। কিন্তু সেই দেবগণ সেই আবির্ভূত ব্রহ্মকে দেখিয়াও, এই যক্ষরূপী মহাভূতটী কে?—তাহা বিশেষভাবে জানিতে পারিলেন না।

তাঁহারা অগ্নিকে কহিলেন,—'হে জাতবেদ, এই মহাভূতটি কে, তুমি তাহা বিশেষভাবে জ্ঞাত হও।' অগ্নি কহিলেন,—'তাহাই হউক।'

সেই ব্রহ্মের সমীপে অগ্নি গমন করিলে ব্রহ্ম অগ্নিকে কহিলেন,—'তুমি কে?' অগ্নি কহিলেন,—'আমি অগ্নি, আমিই প্রসিদ্ধ জাতবেদা।'

ব্রহ্ম কহিলেন,—'এতাদৃশ তুমি, তোমাতে কোন্ শক্তি আছে?' অগ্নি কহিলেন,—'পৃথিবীতে এই যাহা কিছু, তাহা সমস্তই আমি দগ্ধ করিতে পারি।'

ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ রাখিলেন এবং কহিলেন, —'ইহা দহন কর।' অগ্নি সেই তৃণের সমীপে গমন করিলেন এবং সমস্তশক্তিদ্বারাও উহা দহন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অগ্নি ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবগণকে গিয়া কহিলেন,—'এই যক্ষরূপী মহাভূতটি কে, তাহা আমি বিশেষভাবে জানিতে পারিলাম না।'

অনন্তর দেবগণ (নাসিকা)-বায়ুকে কহিলেন, ' হে বায়ো, এই যক্ষরূপী মহাভূতটি কে, তুমি তাহা বিশেষভাবে জ্ঞাত হও।' বায়ু কহিলেন, 'তাহাই হউক।'

সেই ব্রহ্মের সমীপে বায়ু গমন করিলে ব্রহ্ম বায়ুকে কহিলেন,—'তুমি কে?' বায়ু কহিলেন,—'আমি বায়ু, আমি প্রসিদ্ধ মাতরিশ্বা।'

ব্রহ্ম কহিলেন,—'এতাদৃশ তুমি, তোমাতে কোন্ শক্তি আছে?' বায়ু কহিলেন,—'পৃথিবীতে এই যাহা কিছু, তাহা সমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি।'

ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ রাখিলেন এবং কহিলেন,—'ইহা গ্রহণ কর।' বায়ু সেই তৃণের সমীপবর্তী হইলেন এবং সমস্তবলের দ্বারাও উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন বায়ু ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবগণকে গিয়া কহিলেন,—'এই যক্ষরূপী মহাভূতটি কে, তাহা আমি বিশেষভাবে জানিতে পারিলাম না।'

অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে কহিলেন,—'হে মঘবন, এই যক্ষরূপী মহাভূতটি কে, তাহা বিশেষভাবে জ্ঞাত হও।' 'তথাস্তু' বলিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মের নিকট গমন করিলে ব্রহ্ম তাঁহার নিকট হইতে তিরোহিত হইলেন।

ইন্দ্র সেই আকাশেই স্ত্রীরূপিণী অতি-শোভাময়ী হৈমবতী উমা-দেবীকে দেখিয়া, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই যক্ষরূপী মহাভূতটি কে?'

তিনি (উমা-দেবী) স্পষ্টভাবে কহিলেন,—ইনিই ব্রহ্ম (বিষ্ণু),—এই ব্রহ্মেরই (শ্রীবিষ্ণুরই) বিজয়ে তোমরা এইরূপ মহিমান্বিত হইয়াছে।' উমা-দেবীর সেই বাক্য-শ্রবণেই ইন্দ্র নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলেন যে, তিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ বিষ্ণু।।১০১, ১০৩, ১০৬, ১০৭।।

**তুমিও হইলা শ্রান্ত অনেক পড়িয়া।**
**নিশাও অনেক যায়, শুই থাক গিয়া।।''১১১।।**

বিজিতের প্রতি প্রভুর মধুর ব্যবহার—

**এইমত প্রভুর কোমল ব্যবসায়।**
**যাহারে জিনেন, সেহ দুঃখ নাহি পায়।।১১২।।**

পণ্ডিতগণের পরাজয়-সাধনান্তে প্রভুর মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে আপ্যায়ন—

**সেই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছে।**
**জিনিয়াও সবারে তোষেন প্রভু পাছে।।১১৩।।**

পরাজিত মানী দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর মধুর বচন—

**''চল আজি ঘরে গিয়া বসি' পুঁথি চাহ।**
**কালি যে জিজ্ঞাসি' তাহা বলিবারে চাহ।।''১১৪।।**

অন্য পণ্ডিতের পরাজয়-সাধনসত্ত্বেও প্রভুর বিজিতের মানহানি প্রবৃত্তি-শূন্যতা ও সর্বজন-প্রিয়তা—

**জিনিয়াও কা'রে না করেন তেজভঙ্গ।**
**সবেই হয়েন প্রীত,—হেন তা'ন রঙ্গ।।১১৫।।**

নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতবর্গের প্রতি প্রভুর আচরণ-ফলে তাঁহাদের তৎপ্রতি প্রীতি-বোধ—

**অতএব নবদ্বীপে যতেক পণ্ডিত।**
**সবার প্রভুর প্রতি মনে বড় প্রীত।।১১৬।।**

প্রভুর স্বগৃহে আগমন; দিগ্বিজয়ীরও স্বগৃহে আগমনান্তে পরাভব-প্রাপ্তি-হেতু লজ্জা—

**শিষ্যগণ-সংহতি চলিলা প্রভু ঘর।**
**দিগ্বিজয়ী হৈলা বড় লজ্জিত-অন্তর।।১১৭।।**

যোগমায়া,---যোগমায়া বদ্ধ-জীবের ভোক্তৃবুদ্ধি-প্রসূত আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক উপাধিদ্বয় অপসারণ করিয়া নিরুপাধি কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির সহায়তা করেন। আবার, সেই যোগমায়াই ঈশ-বিমুখ জীবগণের ভোগ্যারূপে উদ্দিষ্ট হইবামাত্রই তাহাদের মোহ উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে প্রপঞ্চে এই ভবদুর্গে ভ্রমণ করাইয়া শাস্তি প্রদান করেন। প্রাপঞ্চিক ভোগ্য জড়ব্যোমে বদ্ধজীবের তাৎকালিক ভোক্তৃবুদ্ধিজনিত মূঢ়তায় আবদ্ধ হইবার যোগ্যতা বর্তমান। নিত্য-ভূমিকা পরব্যোমে অজ্ঞান, অনুপাদেয়তা, পরিচ্ছেদ প্রভৃতি ধর্মের অনবস্থান-হেতু তথায় যোগমায়া ভগবৎসেবানুকুলবৃত্তি যুক্তা হইলেও ঈশবিমুখ বদ্ধ-জীবের প্রাপঞ্চিক ভোক্তৃবিচারফলে তাহার ভগবৎসেবন-প্রতিকূলা বিবর্ত-বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া বিমোহিত করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি ভগবচ্ছক্তিসমূহের ছায়া-রূপিণী মায়া ও তদীয় বৈভবসমূহ ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণকারী ভগবদ্‌বিমুখ বদ্ধ-জীবগণকে জড় আধ্যক্ষিক-জ্ঞান প্রদানপূর্বক বিজ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান-জাল বিস্তার করে। পরব্যোমস্থা স্বরূপশক্তি-স্বরূপিণী যে সকল অন্তরঙ্গা মহালক্ষ্মীগণের ছায়া-রূপিণী বহিরঙ্গা মায়ার বৈভবসমূহে বহির্মুখ জীবগণ বিমুগ্ধ, তাঁহারাও ভগবানের পরমৈশ্বর্য-দর্শনে বিমুগ্ধা হইয়া আপনাদিগকে ভগবৎকিঙ্করীজ্ঞানে নিত্য ভগবদিচ্ছাপরতন্ত্রা ও নিরন্তর ভগবদ্দাস্যে নিরতা থাকেন। ভগবানের পরম-সন্তোষের নিমিত্ত দাস্য-রসেই তাঁহারা তাঁহার সেবা করেন; আবার ভগবদ্‌বিমুখ জীবের অধিক-পরিমাণে মোহ উৎপাদন করিবার জন্য প্রাপঞ্চিক-বিচারে তাহাদের কর্মফল প্রদাত্রী মায়ারূপেও দৃষ্ট হন। (ভাঃ ১।৭।৪-৬)--''অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।। যয়া সম্মোহিতা জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগমধোক্ষজে।''

বেদকর্তা,--ব্রহ্মা, অথবা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাস। গো-বৎস হরণ-কালে এবং দ্বারকায় বহুতর-মুখযুক্ত বিরিঞ্চিগণের দর্শনে ব্রহ্মার মোহ উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাভারত ও পুরাণাদিরচনান্তে শ্রীব্যাসেরও সরস্বতী-নদীতটে চিত্তের মহাবসাদলক্ষিত হইয়াছিল। শেষ বা অনন্তদেবও গোপীজনবল্লভের লীলা-চমৎকারিতায় মুগ্ধ হইয়া গোপীর আনুগত্য-স্বীকারার্থ প্রলুব্ধ হন!

যখন এতাদৃশ মহাবলৈশ্বর্যসম্পন্ন দেব-মুনিগণও ভগবান্ শ্রীনারায়ণের পরমৈশ্বর্যময়ী শক্তির মহা-প্রভাবে নানাভাবে মোহিত হন, তখন তাঁহাদের কিঙ্কর সাধারণ নগণ্য জীবগণ, অথবা বঞ্চিত দিগ্বিজয়ীও যে মোহ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? (গীঃ ৭।১৪)---'আমার ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া---'দুস্তরা' বলিয়া প্রসিদ্ধা; যাঁহারা আমাতেই প্রপন্ন বা শরণাগত অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা আমাকেই ভজন করেন, তাঁহারাই এই সুদুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হন।' (ভাঃ ৮।১৩।৩৮ শ্লোকে ভবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি)--- 'হে সুরোত্তম, আপনি ব্যতীত কোন্ পুরুষ আসক্ত হইয়া পুনরায় আমার এই সুদুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে? আমার এই মায়া অকৃতবুদ্ধি-জনগণের পক্ষে অতি দুস্তর অনির্বচনীয় ভাবসমূহ বিস্তার করিয়া থাকে।'

দিগ্বিজয়ীর দুঃখ ও চিন্তা; বাণীর অব্যর্থ-বর সম্বন্ধে বিচার—

**দুঃখিত হইলা বিপ্র চিন্তে' মনে মনে।**
**"সরস্বতী মোরে বর দিলেন আপনে।।১১৮।।**

বাণীর বরপ্রভাবে নিজেকে ষড়্-দর্শনে অপ্রতিদ্বন্দ্বি-জ্ঞান—

**ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা-দর্শন।**
**বৈশেষিক, বেদান্তে নিপুণ যত জন।।১১৯।।**
**হেন জন না দেখিলুঁ সংসার-ভিতরে।**
**জিনিতে কি দায়, মোর সনে কক্ষা করে! ১২০।।**

শিশু-শাস্ত্র সামান্য ব্যাকরণের বালক অধ্যাপক কর্তৃক স্বীয় পরাজয় দর্শনে নিজ-দুর্ভাগ্যানুমান—

**শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায়ে ব্রাহ্মণ।**
**সে মোরে জিনিল,—হেন বিধির ঘটন! ১২১।।**

ইষ্টদেবতা বাণীর বর-বিপর্যয়-দর্শনে পণ্ডিতের মহা-সংশয়—

**সরস্বতীর বরে অন্যথা দেখি হয়।**
**এহো মোর চিত্তে বড় লাগিল সংশয়।।১২২।।**

ইষ্টদেবতা-পদে কোন ত্রুটিকেই পূর্বোক্ত হতবুদ্ধিতার কারণানুমান—

**দেবীস্থানে মোর বা জন্মিল কোন দোষ?**
**অতএব হৈল মোর প্রতিভা-সঙ্কোচ?১২৩।।**

স্বীয় পরাজয়-কারণানুসন্ধানার্থ দিগ্বিজয়ীর ইষ্টমন্ত্র-জপ—

**অবশ্য ইহার আজি বুঝিব কারণ।"**
**এত বলি' মন্ত্র-জপে বসিলা ব্রাহ্মণ।।১২৪।।**

মন্ত্রজপান্তে রাত্রিতে শয়ন ও স্বপ্নে ইষ্টদেবী বাগ্‌দেবীর দর্শন-লাভ—

**মন্ত্র জপি' দুঃখে বিপ্র শয়ন করিলা।**
**স্বপ্নে সরস্বতী বিপ্র-সম্মুখে আইলা।।১২৫।।**

বাগ্‌দেবীর স্বীয় ভক্ত দিগ্বিজয়ীকে গুপ্তকথা-বর্ণন—

**কৃপা-দৃষ্ট্যে ভাগ্যবন্ত-ব্রাহ্মণের প্রতি।**
**কহিতে লাগিলা অতি-গোপ্য সরস্বতী।।১২৬।।**

---

(ভাঃ ১০।১৪।২১ শ্লোকে ব্রহ্মা-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি)---'হে ভূমন্, হে ভগবন্, হে পরমাত্মন্, হে যোগেশ্বর, আপনি কোথায়, কিরূপ, কতভাবে এবং কখন যোগমায়া বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করেন, আপনার সেই লীলা এই ত্রিলোক মধ্যে কে জানে?' ১০২, ১০৫।।

কৃপা-বশে অবতীর্ণ ভগবান্ সকল সময়ে তদ্‌বহির্মুখ প্রপঞ্চস্থিত জীবগণকের নিত্য পরম-মঙ্গল-প্রদানের উদ্দেশেই নিজের যাবতীয় লীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন। সমস্ত লীলাই তাঁহার জীবোদ্ধারেচ্ছা-মূলেই অনুষ্ঠিত প্রচেষ্টা। এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ১০।১৪।৮)---'তত্তেঽনুকম্পাং'-শ্লোক বিশেষরূপে আলোচ্য। ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ-জীবসমূহ আপাতমধুর, কিন্তু পরিণামে অমঙ্গলকর বিচারে প্রমত্ত হইয়া ভগবানের নিত্যমঙ্গলময়ী ইচ্ছাতেও দোষ দর্শন ও প্রদর্শন করে, তজ্জন্যই তাহাদের বদ্ধাবস্থা বা অজ্ঞান। সৌভাগ্যক্রমে যখন জীব জানিতে পারেন যে, তিনি--নিত্য-কৃষ্ণদাস, তখন তাঁহার আর কোনপ্রকার ভয় ও দুঃখ থাকে না।। ১০৭।।

পরাজয়ে প্রবেশিলা,---পরাজয় লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন।।১০৮।।

শুভ কর'----যাত্রা বা গমন কর।।১১০।।

নিশাও অনেক যায়,---রাত্রিও অধিক হইল।।১১১।।

তেজভঙ্গ,---মানহানি।।১১৫।।

ষড়্‌দর্শনের যাবতীয় পণ্ডিতের সহিত আমার সাক্ষাৎকার-লাভ হইয়াছে। আমাকে পরাজয় করা দূরে থাকুক, তাহারা কেহই আমার সহিত বিচারে পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইতে সাহস করে নাই।।১২০।।

এই ব্রাহ্মণ বালক প্রাথমিক-শাস্ত্র সামান্য ব্যাকরণের অধ্যাপকমাত্র; কিন্তু হায়, আমার কর্মদোষে ইহার নিকটও আমাকে পরাজিত হইতে হইল! বেদাঙ্গ-ষট্‌কের মধ্যে সর্বাগ্রে বেদ-পুরুষের মুখসদৃশ ব্যাকরণ-শাস্ত্রই শাস্ত্রপাঠার্থিগণের আদি-পাঠ্যগ্রন্থ বটে, কিন্তু কেবলমাত্র ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা বা দক্ষতা থাকিলেই সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শনাদি-শাস্ত্রে পারদর্শিতা হয় না,---ইহাও অবিসংবাদিত সত্য; তথাপি এই ক্ষুদ্র বালক বৈয়াকরণের নিকট আমার ন্যায় প্রবীণ শাস্ত্র-মল্লও পরাজিত হইল!১২১।।

প্রভুর বেদনিগূঢ় তত্ত্ব ও স্বরূপ-কীর্তন—

**সরস্বতী বোলেন,—"শুনহ, বিপ্রবর!**
**বেদ-গোপ্য কহি এই তোমার গোচর।।১২৭।।**

স্বীয় সেবককে মৃত্যুভয়-প্রদর্শনপূর্বক গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে দেবীর নিষেধাজ্ঞা—

**কা'রো স্থানে কহ যদি এ-সকল কথা।**
**তবে তুমি শীঘ্র হৈবা অল্পায়ু সর্বথা।।১২৮।।**

দিগ্বিজয়ি-বিজেতা নিমাই পণ্ডিতই মহাপ্রভু জগন্নাথ—

**যাঁ'র ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়।**
**অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সেই সুনিশ্চয়।।১২৯।।**

বাগ্-বৃহতী স্বরূপতঃ গৌর-কৃষ্ণ-তোষণী হইলেও গৌণী অজ্ঞ বা অবিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে জীবভোগ্যা ও জীবমোহিনী বলিয়া বিষ্ণুতত্ত্ব-সমীপে কুণ্ঠিতা—

**আমি যাঁ'র পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।**
**সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসী।।১৩০।।**

তথাহি (ভাঃ ২।৫।১৩) নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্—

বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির অবস্থান ও প্রভাব-বর্ণন—

**বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেঽমুয়া।**
**বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমতি-দুর্ধিয়ঃ।।১৩১।।**

দিগ্বিজয়ীর জিহ্বাধিষ্ঠাত্রী হইয়াও স্বীয় ঈশ্বর গৌর-নারায়ণের সম্মুখে জীবমোহিনী বাগ্‌বৈখরীর স্ববিক্রম-প্রকাশে অসামর্থ্য—

**আমি সে বলিয়ে, বিপ্র তোমার জিহ্বায়।**
**তাহান সম্মুখে শক্তি না বসে আমায়।।১৩২।।**

এমন কি, বেদবক্তা হর-বিরিঞ্চি-বন্দিত শ্রীশেষও শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-রূপ-দর্শনে মুগ্ধ—

**আমার কি দায়, শেষ-দেব ভগবান্।**
**সহস্র-বদনে বেদ যে করে ব্যাখ্যান।।১৩৩।।**
**অজ-ভব-আদি যাঁ'র উপাসনা করে।**
**হেন 'শেষ' মোহ মানে যাঁহার গোচরে।।১৩৪।।**

---

এখন দেখিতেছি যে, এই বৈয়াকরণ ব্রাহ্মণ-বটুর নিকট পরাজিত হওয়ায় আমার ইষ্ট সরস্বতী-দেবীর নিকট হইতে প্রাপ্ত বর সম্পূর্ণ বিফল হইয়া গেল! সুতরাং আমার মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। যে-দেবীকে প্রসন্ন করিয়া আমি তাঁহার নিকট হইতে দিগ্বিজয়-বর পর্যন্ত লাভ করিলাম, নিশ্চয়ই আমার কোন অপরাধ-ফলেই তাঁহার অপ্রসন্নতা লাভ করিয়াছি, তাহা না হইলে আমার পাণ্ডিত্যপ্রতিভা কেনই বা একটী ক্ষুদ্র শিশু-বৈয়াকরণের নিকট পরাহত হইল? ১২২-১২৩।।

স্বপ্নে সরস্বতী-দেবী মন্ত্র-জপকারী দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'আমি তোমার নিকট ছন্ন অবতারীর সম্বন্ধে যে-সকল পরম গুহ্য কথা বলিতেছি, তাহা যদি তুমি কোথাও প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।'

প্রবাদ এই যে, গাঙ্গল্ল-ভট্টের গুরু কেশবভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা ও সরস্বতী-কর্তৃক স্বপ্নোক্তি-বিবরণ প্রকাশ করায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন বলিয়া গাঙ্গল্ল-ভট্ট পুনরায় কাশ্মীর-দেশীয় জৈনক ব্রাহ্মণকে কেশব-নামে অভিহিত করেন।' এই কিম্বদন্তী হইতে স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয় যে, বক্ষ্যমাণ দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিত 'কেশব-কাশ্মিরী' নহেন, পরন্তু 'কেশব-ভট্ট'-নামক জনৈক পণ্ডিত।।১২৮-১২৯।।

দেবর্ষি শ্রীনারদ স্বীয়গুরু ব্রহ্মার নিকট ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ও মায়ার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করায়, ব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া তদ্বিষয়ে বলিতেছেন,—

**অন্বয়।** যস্য (ভগবতঃ বাসুদেবস্য) ঈক্ষা-পথে (দৃষ্টিপথে) স্থাতুং বিলজ্জমানয়া (মৎকপটম্ অসৌ মায়াধীশঃ বাসুদেবঃ জানাতীতি বিলজ্জমানয়া ইব তস্মিন্ ভগবতি স্ব-কার্যম্ অকুর্বত্যা) অমুয়া (মায়য়া) বিমোহিতাঃ (অভিভূতাঃ অস্মদাদয়ঃ) দুর্ধিয়ঃ (অবিদ্যাবৃত জ্ঞানাঃ) 'মম' ('ইদং মম অস্তি') 'অহম্' ('ইদম্ অহং অস্মি') ইতি (এবং রূপং কেবলং) বিকত্থন্তে শ্লাঘন্তে তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ)।

**অনুবাদ।** 'তিনি আমার কপটভাব অবগত আছেন', এইরূপ মনে করিয়া মায়া যাঁহার দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জিতা হন এবং যাঁহার ঐ মায়াশক্তি-কর্তৃক বিমোহিত হইয়া আমাদের ন্যায় অবিদ্যা-গ্রস্ত ব্যক্তিগণ 'আমি', 'আমার', এইরূপ অহঙ্কার করিয়া থাকে, সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি।।১৩১।।

শ্রীগৌর-নারায়ণের অপ্রাকৃত গুণাবলী—

**পরব্রহ্ম, নিত্য, শুদ্ধ, অখণ্ড, অব্যয়।**
**পরিপূর্ণ হই' বৈসে সবার হৃদয়।।১৩৫।।**

দিগ্বিজয়ি-বিজেতা এই প্রভুই সমস্ত ব্যক্ত-পদার্থের সৃষ্টিনাশ-কারণ বিষ্ণু—

**কর্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, শুভ-অশুভাদি যত।**
**দৃশ্যাদৃশ্য,—তোমারে বা কহিবাঙ কত।।১৩৬।।**
**সকল প্রলয় (প্রবর্ত ) হয়, শুন, যাঁ'হা হৈতে।**
**সেই প্রভু বিপ্ররূপে দেখিলা সাক্ষাতে।।১৩৭।।**

এই প্রভুই ব্রহ্মাদি সমস্ত জীবের কর্মফল প্রদাতা—

**আব্রহ্মাদি যত, দেখ, সুখ-দুঃখ পায়।**
**সকল জানিহ, বিপ্র, ইহান আজ্ঞায়।।১৩৮।।**

স্বয়ংরূপ অবতারী বিষ্ণুপরতত্ত্ব এই প্রভুরই অভিন্ন নানা অবতার-বর্ণন; (১) মৎস্য, (২) কূর্ম—

**মৎস্য-কূর্ম-আদি যত, শুন, অবতার।**
**এই প্রভু বিনা, বিপ্র, কিছু নহে আর।।১৩৯।।**

(৩) বরাহ, (৪) নৃসিংহ—

**এই সে বরাহ-রূপে ক্ষিতি-স্থাপয়িতা।**
**এই সে নৃসিংহ-রূপে প্রহ্লাদ-রক্ষিতা।।১৪০।।**

(৫) বামন—

**এই সে বামন-রূপে বলির জীবন।**
**যাঁ'র পাদ-পদ্ম হইতে গঙ্গার জনম।।১৪১।।**

(৬) রাঘব—

**এই সে হইলা অবতীর্ণ অযোধ্যায়।**
**বধিলা রাবণ দুষ্ট অশেষ-লীলায়।।১৪২।।**

বসুদেব-নন্দ-নন্দন কৃষ্ণই অধুনা মিশ্র-নন্দন—

**উহানে সে বসুদেব-নন্দ-পুত্র বলি।**
**এবে বিপ্র-পুত্র বিদ্যা-রসে কুতুহলী।।১৪৩।।**

বেদনিগূঢ় গৌর-কৃষ্ণ কৃপা-লেশ-প্রভাবেই সকলের তন্মহিমাবগতি—

**বেদেও কি জানেন উহান অবতার?**
**জানাইলে জানয়ে, অন্যথা শক্তি কা'র?১৪৪।।**

---

তথ্য। 'পূর্ব-শ্লোকে মায়ার সহিত ভগবানের সম্বন্ধ এবং সেই মায়ার দুর্জয়ত্বকথিত হওয়ায়, সাক্ষাদ্‌ভগবানেরও তাহা হইলে মায়া-বশ্যত্বরূপ সংসার আছে?—ইত্যাকার সন্দেহ এই শ্লোকে নিষেধ করিতেছেন। 'আমার কপটতা বা ছলনা ভগবান্ বেশ জানেন',—এই ভাবিয়া মায়া-শক্তি যাঁহার দৃষ্টি-পথে অবস্থান করিতে যেন লজ্জা বোধ করিয়াই তাঁহার প্রতি স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিতে অসমর্থা হয়, অথচ সেই মায়া-কর্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্বুদ্ধি অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত জ্ঞান-বিশিষ্ট আমরা কেবল ('আমি' 'আমার' বলিয়া) শ্লাঘা (অহঙ্কার) করিয়া থাকি। এই শ্লোকে পূর্বোক্ত 'এই বিশ্ব যৎকর্তৃক প্রকাশমান' এই প্রশ্নের উত্তর কথিত হইয়াছে'—(শ্রীধর)।

'সচ্চিদানন্দঘনত্ব হেতু নির্দোষ-গুণপূর্ণ ভগবানের নেত্রগোচরে অবস্থান করিতে যে-মায়া লজ্জা বোধ করে, সেই মায়া-কর্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্বুদ্ধি আমরা ('আমি' ও 'আমার' বলিয়া) নিজেদের শ্লাঘা করিয়া থাকি'—(ক্রন্দসন্দর্ভ)।

"এস্থলে 'বিলজ্জমানয়া'-শব্দে এই অর্থ হয়, যথা,—মায়ার জীব-সম্মোহন-কর্ম যে শ্রীভগবানের রুচিকর নহে, মায়া যদিও তাহা জানে, তথাপি 'কৃষ্ণ-বিমুখ জীবের কৃষ্ণেতর দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে ভয় জন্মে'—এই নিয়মানুসারে জীবগণের অনাদিকাল হইতে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানাভাবময় বৈমুখ্য সহ্য করিতে না পারিয়া মায়া-দেবী জীব-স্বরূপের আবরণ ও বিরূপের আবেশ করিয়া থাকে" (—ভাগবত সন্দর্ভান্তর্গত তত্ত্বসন্দর্ভে ৩২ সংখ্যা)

'* * ভাবৎসম্বন্ধ বিনা যাঁহারা আদর প্রদান করেন, এবং যাঁহারা আদর গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই যে বহির্দশী ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিত মায়া-কর্তৃক মোহিত হন, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। 'বিলজ্জমানা' অর্থাৎ 'আমার কপটতা ভগবান্ নিশ্চয়ই অবগত আছেন' এই ভাবিয়া কপটী স্ত্রীর ন্যায় মায়া যাঁহার দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জা বোধ করে অর্থাৎ সেই ভগবানের পশ্চাদ্দেশে অবস্থিতা থাকে, সেই মায়া-কর্তৃক অত্যন্ত বিমোহিত হইয়াই দুর্বুদ্ধি জীবগণ 'আমি', 'আমার' বলিয়া অহঙ্কার করেন। এস্থলে ভগবদ্‌বৈমুখ্যকেই ভগবৎপশ্চাদ্দেশ বলিয়া জানিতে হইবে; ভগবদ্‌বৈমুখ্য হইলেই মায়ার প্রভাব লক্ষিত হয়, ভগবৎসাম্মুখ্যে লক্ষিত হয় না,—(সারার্থদর্শিনী)।।১৩১।।

মন্ত্রজপের ফলস্বরূপ ধন-জন-বিষয়াদি তুচ্ছ জড়সম্পদ্ লাভে উহার ব্যর্থতা, ভগবদ্দর্শন লাভেই উহার সার্থকতা—

**যত কিছু মন্ত্র তুমি জপিলে আমার।**
**দিগ্বিজয়ী-পদ-ফল না হয় তাহার।।১৪৫।।**
**মন্ত্রে যে ফল, তাহা এবে সে পাইলা।**
**অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সাক্ষাতে দেখিলা।।১৪৬।।**

প্রভুর পদে আত্মসমর্পণার্থ সেবক দিগ্বিজয়ীকে দেবীর আদেশ—

**যাহ শীঘ্র, বিপ্র, তুমি ইহান চরণে।**
**দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে।।১৪৭।।**

স্ব-ভক্তের মন্ত্র-বশীভূতা ইষ্টদেবী বাগ্‌দেবী-কর্তৃক দিগ্বিজয়ীকে স্বপ্নকালীন স্বীয় উপদেশ বাক্যে অলীক-বুদ্ধি ত্যাগ-পূর্বক যথার্থ জ্ঞান করিতে আদেশ—

**স্বপ্ন-হেন না মানিহ এ-সব বচন।**
**মন্ত্র-বশে কহিলাঙ বেদ-সঙ্গোপন।।"১৪৮।।**

ইষ্টদেবী বাগ্‌দেবীর অন্তর্ধান, দিগ্বিজয়ীর গাত্রোত্থান—

**এত বলি' সরস্বতী হৈলা অন্তর্ধান।**
**জাগিলেন বিপ্রবর মহা-ভাগ্যবান্।।১৪৯।।**

---

শ্রীগৌরসুন্দরই প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী ব্যষ্টিবিষ্ণু অনিরুদ্ধরূপে ক্ষীরোদসমুদ্রে এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী সমষ্টি-বিষ্ণু প্রদ্যুম্নরূপে গর্ভ-সমুদ্রে বিরাজমান। তিনি---পরিপূর্ণ, অখণ্ড, অব্যয় ও নিত্যশুদ্ধ তত্ত্ব। তৃতীয়-অধিষ্ঠান ক্ষীরোদশায়ী বলিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয়-অধিষ্ঠান গর্ভোদশায়ী হইতে পৃথক্ খণ্ড-জ্ঞান তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরূপ-জ্ঞানের বাধক; আবার, তাঁহাকে দ্বিতীয়-অধিষ্ঠান বলিয়া প্রথম-অধিষ্ঠান কারণার্ণবশায়ী হইতে পৃথক্ খণ্ড-জ্ঞানও তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরূপোপলব্ধির প্রতিষেধক। পুনরায়, কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু বলিয়া তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ হইতে পৃথক্ খণ্ডানুভূতিও তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরূপোলব্ধির প্রতিবন্ধক। বস্তুতঃ অদ্বয়-জ্ঞান স্বয়ং ভগবান্ এক গৌর-কৃষ্ণই বলদেব এবং আদি-চতুর্ব্যূহ, দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ ও কারণ-গর্ভ ক্ষীর-সমুদ্রে অবস্থিত বিষ্ণুত্রয়। ব্যষ্টি-সমষ্টি-কারণ-গর্ভ-বিরাট্ প্রভৃতি বিচার যেরূপ বদ্ধ জীবে জড়বুদ্ধির উদয় করাইয়া বিষ্ণুবিগ্রহসমূহে অদ্বয়জ্ঞানের পৃথক্‌তত্ত্ব-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তির উৎপাদন করায়, তন্নিরসন-কল্পেই শ্রীসরস্বতীদেবী শ্রীগৌরসুন্দরকে সকল বিষ্ণু-অবতারের অবতারী অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপ বলিয়া জানাইবার জন্য এই সকল উক্তি করিয়াছেন।।১৩৫।।

কর্ম,---ইহামূত্র ফলভোগকাম-তাৎপর্যময় যাগযজ্ঞাদি বৈদিক পুণ্যকৃত্য; কর্মের উদ্দিষ্ট সাধ্য বা প্রাপ্য চরমফল---ভুক্তি; জ্ঞান,---নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান; জ্ঞানের উদ্দিষ্ট সাধ্য বা প্রাপ্য চরমফল---মুক্তি; আর ভগবদ্‌ভক্তি ও তাহার উদ্দিষ্ট সাধ্য বা প্রাপ্যফল---একই, পরস্পর পৃথক্ বা বিভিন্ন নহে অর্থাৎ ভগবৎপ্রেমা। বিদ্যা,---এস্থলে নিজেন্দ্রিয় প্রীতি-সাধিকা---অপরা জড়-বিদ্যা। (মুণ্ডকে ১।৫)---"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।"

শুভাশুভ,----ভদ্রাভদ্র, ভাল-মন্দ; (ভাঃ ১১।২৮।৪)--- "কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ।।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ ১৭৬)---"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব---মনোধর্ম। 'এই ভাল, এই মন্দ',---এই সব 'ভ্রম'।।"

দৃশ্যাদৃশ্য,---প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে অবস্থিত সমস্ত পদার্থ; পাঠান্তরে,---'দূষ্যাদূষ্য' অর্থাৎ জড়ভোগ্য-জ্ঞানে মেধ্যামেধ্য বা শুচি-অশুচি পদার্থনিচয়।

ভগবদ্ভক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নাই; আর অন্য সর্ববিধব্যাপারেরই সৃষ্টি ও 'প্রলয়' আছে। এই সৃষ্টি ও প্রলয় যে-বস্তু হইতে সম্পাদিত হয়, সেইবস্তুই ঈশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর,---যাঁহাকে তুমি গৌড়দেশীয় বৈয়াকরণ ব্রাহ্মণ-বটুরূপে দেখিয়াছ। তিনিই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গের একমাত্র কারণ হইলেও স্বয়ং মায়াধীশ ও নির্গুণ বলিয়া তাঁহাকে যাবতীয় প্রাপঞ্চিক-বস্তুর রজোগুণাশ্রয়ে সৃষ্টিকারী 'ব্রহ্মা' বা তমোগুণাশ্রয়ে ধ্বংসকারী 'রুদ্র' বলিয়া জ্ঞান করিও না।

পাঠান্তরে,---'কর্ম'-শব্দের স্থানে 'ভুক্তি'-শব্দ এবং 'দৃশ্যাদৃশ্য'-শব্দের স্থানে 'দূষ্যাদূষ্য'-শব্দ। প্রাকৃত-দর্শনের যোগ্য বস্তুগণই দৃশ্য, প্রাকৃত-দর্শনের পরোক্ষস্থিত অতীত, ভোগ্য পরিচয়ে পরিচিত দুর্জ্ঞেয় অদৃশ্য বস্তুও 'প্রাকৃত' বা 'জড়'। ভগবৎসেবোন্মুখবিচারে অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তি যোগমায়ার এবং ভোগোন্মুখবিচারে অচিচ্ছক্তি মহামায়ার দর্শন 'এক' নহে।।১৩৬-১৩৭।।

সেই ব্রাহ্ম-মূহূর্তেই প্রভু-সমীপে দিগ্বিজয়ীর আগমন—

**জাগিয়াই মাত্র বিপ্রবর সেইক্ষণে।**
**চলিলেন অতি ঊষঃকালে প্রভুস্থানে।।১৫০।।**

প্রণত দিগ্বিজয়ীকে প্রভুর স্বীয় অঙ্কে ধারণ—

**প্রভুরে আসিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ হৈলা।**
**প্রভুও বিপ্রেরে কোলে করিয়া তুলিলা।।১৫১।।**

প্রভুর বিস্মিতাভিনয়ে দিগ্বিজয়ি-কৃত আচরণ-কারণ-জিজ্ঞাসায় দিগ্বিজয়ীর প্রভু-কৃপা-প্রার্থনা—

**প্রভু বোলে,—"কেনে ভাই, একি ব্যবহার?"**
**বিপ্র বোলে,—"কৃপা-দৃষ্টি যেহেন তোমার।।"১৫২।।**

বিনয়ের মূর্তাদর্শ প্রভু স-সঙ্কোচে দিগ্বিজয়ীকে তদীয় দৈন্যপূর্ণ আচরণের কারণ-জিজ্ঞাসা—

**প্রভু বোলে,—"দিগ্বিজয়ী হইয়া আপনে।**
**তবে তুমি আমারে এমত কর' কেনে?"১৫৩।।**

শ্রদ্দধান দিগ্বিজয়ীর প্রভু-স্তুতি; গৌর-কৃষ্ণ-ভক্তি-ফলেই সর্বসিদ্ধি—

**দিগ্বিজয়ী বোলেন,—"শুনহ, বিপ্ররাজ!**
**তোমা' ভজিলেই সিদ্ধ হয় সর্বকাজ।।১৫৪।।**

কলিতে দ্বিজরাজরূপে অধোক্ষজ গৌর-নারায়ণাবতার—

**কলিযুগে বিপ্ররূপে তুমি নারায়ণ।**
**তোমারে চিনিতে শক্তি ধরে কোন্ জন?১৫৫।।**

প্রভুর প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা-মাত্র নিজ-স্তব্ধতা-দর্শনে প্রভুকে অতিমর্ত্য অলৌকিক-শক্তি ভগবদনুমান—

**তখনি মোর চিত্তে জন্মিল সংশয়।**
**তুমি জিজ্ঞাসিলে, মোর বাক্য না স্ফুরয়।।১৫৬।।**

প্রভুকে বিনয়ের মূর্তাদর্শ ও মানদ-বিগ্রহরূপে দর্শন—

**তুমি যে অগর্ব প্রভু,—সর্ববেদে কহে।**
**তাহা সত্য দেখিলুঁ, অন্যথা কভু নহে।।১৫৭।।**

---

ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণ সকলেই মায়ার বশে সুখ-দুঃখ ভোগ করেন; কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণু নশ্বর সুখ-দুঃখ-ফলভোগকারী জীব নহেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ--বশ্য অর্থাৎ মায়াধীন ও ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননীর পুত্রবিশেষ। কিন্তু ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু--মায়াধীশ, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগেই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী মহামায়া--কুণ্ঠিতভাবে অবস্থিত।।১৩৮।।

মৎস্য-কূর্ম প্রভৃতি নৈমিত্তিক বিষ্ণু-অবতারসমূহ বৈকুণ্ঠে নিত্যলীলা-পরায়ণ হইয়াও প্রপঞ্চে নিমিত্তবিচারে অবতীর্ণ হন। গৌরসুন্দরই নিজাংশকলায় বিভিন্ন নৈমিত্তিক অবতাররূপে বৈকুণ্ঠে ও তথা হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। মৎস্য কূর্মাদির সহিত গৌরসুন্দরের বস্তুতঃ ভেদ নাই, পরন্তু পরস্পরের লীলা-গত বৈচিত্র্য বর্তমান।।১৪১।।

গৌর-কৃষ্ণের মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও রাঘবাদি-অবতার,--আদি ২য় অঃ ১৬৯, ১৭১-১৭৩ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য।।১৩৯-১৪২।।

ঋক্‌সংহিতায় বামন-দেবাবতারের বিষয় স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে। প্রারম্ভিক-ভক্তগণের বেদপাঠে প্রবেশাধিকার-প্রদানের নিমিত্তই ঋক্‌সংহিতায় বামন-লীলা বৃত্তান্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য এই যে, আধ্যক্ষিক জ্ঞানপ্রবণ বদ্ধ-জীবগণ লৌকিক-বিচারে যে ত্রিভুবনের সীমা পরিমাণ করেন, সেই ভুবনত্রয়ের ভোগোপাদানত্ব যিনি অলৌকিক বিক্রমপ্রকাশপূর্বক স্বীয় অধীনতায় আনয়ন করেন, সেই মহাবলী বামন-দেবের চরিত্র অস্ফুটভাবে ঋঙ্মন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ-তাৎপর্য মহাভারত সেই ত্রিবিক্রমবিষ্ণুরই বিক্রমসমূহ বর্ণন করিতে গিয়া তাঁহার অন্যান্য অবতারাবলীর কথা বর্ণন করিয়াছেন। আবার, শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে ভারতার্থ বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে। নাস্তিকগণের বিচার-প্রণালীতে ত্রিবিক্রম-বিষ্ণুর শক্তি আবৃত বলিয়া লক্ষিত হওয়ায় তাহাদের মায়াধীশ বিষ্ণুর অবতার-বাদে প্রবেশাধিকার-লাভ ঘটে না। ভগবান্ যাঁহাকে যতটুকু প্রসাদ-লেশ প্রদান করেন, সেই চিদ্‌বল-স্বরূপ প্রসাদ-বলেই তাঁহার ভগবদ্দর্শনে সামর্থ্য-লাভ ঘটে। বামনের চন্দ্রধারণবৎ প্রাকৃত জ্ঞান-সম্বল মানবের চেষ্টা সর্বদাই অপ্রাকৃতবস্তুর বিচারবিষয়ে বিফল হয়। আধ্যক্ষিক-জ্ঞানী সর্বব্যাপক বিষ্ণুকে ক্ষুদ্ররূপে দর্শন করিতে গিয়া নিজ-নিজ-স্বরূপের অনুপলব্ধিক্রমে বিষ্ণু-সেবা-প্রবৃত্তি রহিত হন। তখন তিনি আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জানিয়া মায়াবশে মূঢ়তা লাভ করিয়া জড়াহঙ্কার প্রকাশ করেন। তাদৃশ দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তি---ভগবানের কৃপা-শক্তি-বঞ্চিত। (কঠে ১।২ ও মুণ্ডকে ৩।২---) "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" প্রভৃতি বেদমন্ত্র এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।।১৪১।।

প্রভু-কর্তৃক দিগ্বিজয়ীর পরাজয়-সাধন-সত্ত্বেও তৎসম্মান-রক্ষণ—

**তিনবার আমারে করিলা পরাভব।**
**তথাপি আমার তুমি রাখিলা গৌরব।।১৫৮।।**

ঈশ্বরই বিনয় ও মানদ-ধর্মের পূর্ণাদর্শ বলিয়া প্রভুকে নারায়ণাবধারণ—

**এহো কি ঈশ্বর-শক্তি বিনে অন্যে হয়?**
**অতএব, তুমি—নারায়ণ সুনিশ্চয়।।১৫৯।।**

তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ বিদ্বৎসমাজ সমীপে স্বীয় বাক্যের অকাট্যত্ব-বর্ণন—

**গৌড়, ত্রিহুত, দিল্লী, কাশী-আদি করি'।**
**গুজরাত, বিজয়-নগর, কাঞ্চীপুরী।।১৬০।।**
**অঙ্গ, বঙ্গ, তৈলঙ্গ, ওড্র, দেশ আর কত।**
**পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত।।১৬১।।**
**দূষিবে আমার বাক্য,—সে থাকুক দূরে।**
**বুঝিতেই কোন জন শক্তি নাহি ধরে।।১৬২।।**

তাদৃশ অপ্রতিদ্বন্দ্বিত্ব-সত্ত্বেও প্রভু-সমীপে স্বীয় প্রতিভা-শূন্যতা-কথন—

**হেন আমি তোমা'-স্থানে সিদ্ধান্ত করিতে।**
**না পারিনু, সব বুদ্ধি গেল কোন্ ভিতে?১৬৩।।**

স্বীয় ইষ্টদেবী-মুখে প্রভুর ঈশ্বরত্ব ও বাচস্পতিত্ব শ্রবণ—

**এই কর্ম তোমার আশ্চর্য কিছু নহে।**
**'সরস্বতী পতি তুমি',—দেবী মোরে কহে।।১৬৪।।**

ভগবদ্দর্শন-লাভে সদৈন্যে স্বীয় সৌভাগ্য ও পূর্বদুষ্কৃতি-বর্ণন—

**বড়-শুভ-লগ্নে আইলাঙ নবদ্বীপে।**
**তোমা' দেখিলাঙ ডুবিয়া যে ভব-কূপে।।১৬৫।।**

দৈন্যোক্তি ও স্ব-নিন্দা-মুখে নিজ-মায়াবদ্ধতা ও আত্ম-বঞ্চনা-বর্ণন—

**অবিদ্যা-বাসনা-বন্ধে মোহিত হইয়া।**
**বেড়াঙ পাসরি' তত্ত্ব আপনা' বঞ্চিয়া।।১৬৬।।**

সুকৃতি-বলে ভগবদ্দর্শন-লাভ ও উদ্ধার-লাভার্থ কৃপা-কটাক্ষ-যাচ্ঞা—

**দৈব-ভাগ্যে পাইলাঙ তোমা' দরশনে।**
**এবে কৃপা-দৃষ্ট্যে মোরে করহ মোচনে।।১৬৭।।**

দিগ্বিজয়ীর ভগবৎ-স্তুতি—

**পর-উপকার-ধর্ম—স্বভাব তোমার।**
**তোমা' বিনে শরণ্য দয়ালু নাহি আর।।১৬৮।।**

স্বীয় অবিদ্যা-নাশ-প্রার্থনা—

**হেন উপদেশ মোরে কহ, মহাশয়!**
**আর যেন দুর্বাসনা চিত্তে নাহি হয়।।''১৬৯।।**

---

আমি শুভ-মুহূর্তে নবদ্বীপে প্রবেশ করিয়া তোমার দর্শন লাভ করিলাম। ভবকূপে মগ্ন জনগণ সংসারে মগ্ন থাকাকালে তোমার দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করে না। আমি এতাবৎকাল পর্যন্ত আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে প্রমত্ত ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে পূর্ব-পূর্ব-জন্মের পুঞ্জীভূত মহা-সৌভাগ্যবলে তোমাকে দেখিতে পাইলাম।।১৬৫।।

জীবের স্বরূপ-জ্ঞানে বিবর্ত উপস্থিত হইলে জীব ভগবৎ সেবা-বিমুখ হইয়া ভোগ-বাসনায় আবদ্ধ হয়। আধ্যক্ষিকজ্ঞানে মায়া বশ্যতা বা মূঢ়তা লাভ করিলে বদ্ধজীব স্বরূপোপলব্ধিতে বঞ্চিত হয়।।১৬৬।।

তোমা' বিনে . . . নাহি আর, (ভাঃ ৩।২।২১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীউদ্ধবের উক্তি---) 'অহো, বকাসুর-ভগ্নী পূতনা যাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় অসাধুবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া স্বীয় বিষাক্ত স্তন পান করাইয়াও মাতৃযোগ্যা গতি লাভ করিয়াছে, সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কোন্ দয়ালু পুরুষেরই বা শরণাগত হইতে পারি?'

(ভাঃ ১০।৪৮।২২ শ্লোকে নিজগৃহে শ্রীবলরামের সহিত সমুপস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীঅক্রূরের স্তব---) 'হে ভগবন্, আপনি---ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্ সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞ; এবম্বিধ আপনাকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি অপরের শরণাপন্ন হইতে পারে? আপনি ভজন-পরায়ণ সুহৃদ্গণকে সমস্ত কাম, এমন কি, আপনাকে পর্যন্ত প্রদান করেন; অথচ আপনার লাভ-ক্ষতি কিছুই নাই।।''১৬৮।।

দৈন্যভরে দিগ্বিজয়ীর স্তুতিমুখে কাকুক্তি—

**এইমত কাকুবাদ অনেক করিয়া।**
**স্তুতি করে দিগ্বিজয়ী অতি-নম্র হৈয়া।।১৭০।।**

প্রভুর সহাস্যে উত্তর-দান—

**শুনিয়া বিপ্রের কাকু শ্রীগৌরসুন্দর।**
**হাসিয়া তাহানে কিছু করিলা উত্তর।।১৭১।।**

দিগ্বিজয়ীর সৌভাগ্য-কথন—

**"শুন, দ্বিজবর, তুমি—মহা-ভাগ্যবান্।**
**সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান।।১৭২।।**

জড়-সম্পদ্ লাভ—বিদ্যার ফল নহে, ভগবদ্ভক্তিই বিদ্যার ফল—

**"দিগ্বিজয় করিব',—বিদ্যার কার্য নহে।**
**ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা, 'সত্য' কহে।।১৭৩।।**

প্রাকৃত অনিত্য সম্পদাদি সবই প্রাকৃত অনিত্য-দেহ-সম্বন্ধি—

**মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।**
**ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে।।১৭৪।।**

প্রাকৃত সম্বন্ধ-ত্যাগপূর্বক অপ্রাকৃত ভগবৎসম্বন্ধেই অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তির কর্তব্যতা—

**এতেকে মহান্ত সব সর্ব পরিহরি'।**
**করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ়-চিত্ত করি'।।১৭৫।।**

দুঃসঙ্গ-ত্যাগপূর্বক অবিলম্বে কৃষ্ণ-ভজনার্থ উপদেশ-দান—

**এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র, সকল জঞ্জাল।**
**শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল।।১৭৬।।**

আমরণ নিরন্তর শ্রদ্ধাপূর্বক কৃষ্ণভজনে উপদেশ—

**যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।**
**তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়।।১৭৭।।**

---

সাধারণতঃ মূঢ় লোকগণ 'অবিদ্যা' ও 'পরাবিদ্যা'কে এক বা তুল্যরূপে বিচার করে বলিয়া অবিদ্যা-বন্ধনকেই 'বিদ্যাবত্তা' মনে করে। মানবের পরপক্ষ-জিগীষা-রূপা দিগ্বিজয়-স্পৃহা অবিদ্যা-জনিত অহঙ্কার-বশে উৎপত্তি লাভ করে। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর উত্তমা সেবাই যথার্থ বিদ্যা-শব্দ-বাচ্য; যেহেতু ধন ও দৈহিক বল বা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বাহ্য সম্পৎসমূহ মৃত্যুকালে জীবের অনুগমন করে না। ভোগসর্বস্ব ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের ভোগবর্ধনার্থই ধন, বিদ্যা ও বলাদি সম্পদ্ নিয়োগ করে, কিন্তু মানবের জীবিতোত্তর-কালে ঐসমস্ত জড়-সম্পদের অকিঞ্চিৎকরতা স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়।।১৭৩-১৭৪।।

এইসকল তত্ত্ব বিচার করিয়াই উদার-চিত্ত সাধুগণ প্রাপঞ্চিক সমস্ত সম্পত্তির আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া জীবদ্দশায় তীব্র-ভক্তিযোগে ভগবানের যজন করিয়া থাকেন।।১৭৫।।

এজন্য বাহ্য জড়-জগতে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণ অর্চন কর। শ্রীগৌরসুন্দরের এই সকল উপদেশ লাভ করিবার পূর্বে ষড়্দর্শনের যে তাৎপর্য-জ্ঞানে কেশব-ভট্ট দীক্ষিত ছিলেন, এক্ষণে সেইসকল দুষ্ট অর্থ পরিত্যাগ করায় প্রভুর কৃপাপ্রভাবে শ্রীল নিম্বার্কচার্যপাদ-কৃত 'দশ-শ্লোকী'র কবিতাসমূহ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। গৌরসুন্দর-কর্তৃক রাধাগোবিন্দ সেবনোপদেশ স্ফূর্তিক্রমে পূর্বগুরুবর্গের অস্ফুট ভাবসমূহ তাঁহার হৃদয়ে শ্লোকরূপে প্রকাশিত হইল। প্রভুর কৃপালাভের পূর্বে কেশব-ভট্ট পূর্ব-পূর্ব-গুরুগণের বিরচিত ঐসকল শ্লোকের প্রতি উদাসীন ছিলেন বলিয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীচরণ-সেবায় শিথিলতা এবং দিগ্বিজয়রূপ জড় প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে বাগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।।১৭৬।।

কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করিয়া ষড়্ দর্শনের অন্তর্গত বেদান্ত দর্শনের যথার্থ শুদ্ধ ব্যাখ্যা সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। 'ক্রমদীপিকা'-রচয়িতা এইসকল উপদেশে দীক্ষিত হইয়াই রাধা-গোবিন্দের ভজন-প্রণালী গাঙ্গল্লভট্ট প্রভৃতি স্বীয় শিষ্যদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন। পরবর্তিকালে কাশ্মীর-দেশীয় কেশব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া অন্য-পথে চলিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া কেশব-কাশ্মিরী প্রভৃতি শ্রীনিম্বার্কাধস্তনাভিমানী এবং শ্রীবল্লভাধস্তনাভিমানী পণ্ডিতগণ 'ক্রমদীপিকা'-কারের প্রিয় আরাধ্য-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্মল কল্যাণপ্রদ শ্রীপাদপদ্ম হইতে অন্য পথে গমন করিয়াছেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপালভট্ট- গোস্বামি প্রভুগণ এই 'ক্রমদীপিকা' রচয়িতা কেশবাচার্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুকম্পিত জানিয়া উক্তগ্রন্থ হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-স্মৃতির উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। পরবর্তিকালে কেশব-কাশ্মীরীর অনুগ-সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম ছাড়িয়া স্বতন্ত্র-সম্প্রদায়-স্থাপনে প্রয়াস করিয়াছেন।।১৭৭।।

বিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণে প্রপত্তিপূর্বক মতি ও ভক্তিই বিদ্যানুশীলনের ফল—

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়'।।১৭৮।।

প্রভুর মহোপদেশ-বাণী—বিষ্ণু, বিষ্ণুভক্তি ও বৈষ্ণবের বাস্তব নিত্য-সত্যতা—

মহা-উপদেশ এই কহিলুঁ তোমারে।
'সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত-সংসারে'।।''১৭৯।।

দিগ্বিজয়ীকে আলিঙ্গন—

এত বলি' মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া।
আলিঙ্গন করিলেন দ্বিজেরে ধরিয়া।।১৮০।।

মায়াধীশের আলিঙ্গনস্পর্শ-ফলে দিগ্বিজয়ীর অনর্থ-নিবৃত্তি—

পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
বিপ্রের হইল সর্ববন্ধ-বিমোচন।।১৮১।।

দিগ্বিজয়ীর প্রতি প্রভুর উপদেশ-সারবাণী—

প্রভু বোলে,—''বিপ্র, সব দম্ভ পরিহরি'।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্বভূতে দয়া করি'।।১৮২।।

বাগেদবীর গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে দিগ্বিজয়ীকে প্রভুর নিষেধাজ্ঞা—

যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
সে সকল কিছু না কহিবা কাঁহা' প্রতি।।১৮৩।।

অশ্রদ্দধানে ও অনধিকারীকে বেদ-নিগূঢ় গৌর-কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলোপদেশের কুফল-বর্ণন—

বেদ-গুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু-ক্ষয়।
পরলোকে তা'র মন্দ জানিহ নিশ্চয়।।''১৮৪।।

প্রভুকে বহু প্রণামানন্তর দিগ্বিজয়ীর প্রস্থান—

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সেই বিপ্রবর।
প্রভুরে করিয়া দণ্ড-প্রণাম বিস্তর।।১৮৫।।
পুনঃ পুনঃ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
মহা-কৃতকৃত্য হই' চলিলা ব্রাহ্মণ।।১৮৬।।

তদবধি দিগ্বিজয়ীর হৃদয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ ভগবদ্ভক্তির আবির্ভাব—

প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি, বিরক্তি বিজ্ঞান।
সেইক্ষণে বিপ্রদেহে হৈলা অধিষ্ঠান।।১৮৭।।

---

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন, যাবতীয় পাণ্ডিত্য, ধারণা এবং সম্পৎসমূহ হরিসেবায় নিযুক্ত করিলেই জীবের পরম-মঙ্গল হয়। এই মহোপদেশ প্রপঞ্চে নিত্যকাল শ্রীবিষ্ণু-সেবার যাথার্থ্য স্থাপন করিবে। জগতে সকল কথাই কালে-কালে পরিবর্তিত ও বিনষ্ট হইবে, কিন্তু ভগবানের নিত্যা সেবাপ্রবৃত্তি চিরকাল অচলা থাকিবে।।১৭৮-১৭৯।।

মন্ত্রের গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া দিলে ইহলোকে কেহ বাস্তবিক লাভবান্ হয় না, পরন্তু বক্তার রহস্যোদ্‌ঘাটনচেষ্টা-মুখে আয়ুঃক্ষয়মাত্রই লব্ধ হয়। অশ্রদ্দধান জনগণকে পরম-গুহ্য বেদমন্ত্রার্থ প্রদান করিলে সেইসকল দুর্ভগ ব্যক্তি মন্ত্রার্থের অপব্যবহার করিয়া প্রাকৃত বাউল-সহজিয়া-স্মার্তাদির মতকে 'ভক্তিপথ' বলিয়া প্রচার করিবে। সুতরাং তাহাতে অসৎপাত্রকে শিষ্য করিবার দোষেও কুফল ফলিবে।।

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করিয়া দিগ্বিজয়ী কেশবভট্টের সর্বার্থ-সিদ্ধি হইল। শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে সকল-মঙ্গলের আকর জানিয়া তিনি প্রভুর পাদপদ্ম বন্দন করিলেন। প্রভুর শক্তি সঞ্চারিত হইবার পর কেশব-ভট্ট ঈশ-সেবা, পরেশানুভূতি ও ভগবদিতর-ব্যাপারে বিরক্তি প্রভৃতি উত্তম গুণরাশি যুগপৎ লাভ করিলেন। তিনি বৈষ্ণব-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধস্তনগণ পরবর্তিকালে শ্রীগৌরকৃপা-বিহীন হইয়া পড়িলেন। অভক্ত কেশব-ভট্টকে 'ভক্ত' করিবার এই লীলাটি—অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন। তৎকালে গৌরসুন্দর জগতে অন্য কাহাকেও ভজন-রাজ্যে অগ্রসর করিবার নিমিত্ত কৃপা করেন নাই। কেশব-ভট্ট শ্রীগৌর-পাদপদ্ম হইতে যে কৃপা-লাভান্তে ভজন-প্রণালী লাভ করিলেন, তাহা তদীয় অধস্তনগণের আজও আদরের বিষয় হইতেছে।।১৮৭।।

দিগ্বিজয়ীর পাণ্ডিত্যাভিমান-নাশ ও তৃণাদপি সুনীচতা—

**কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ী-দম্ভ।**
**তৃণ হৈতে অধিক হইলা বিপ্র নম্র।।১৮৮।।**

অসৎসঙ্গ ত্যাগপূর্বক দিগ্বিজয়ীর হরিভজনার্থ প্রস্থান—

**হস্তী, ঘোড়া, দোলা, ধন, যতেক সম্ভার।**
**পাত্রসাৎ করিয়া সর্বত্র আপনার।।১৮৯।।**
**চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ।**
**হেনমত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রঙ্গ।।১৯০।।**

অমন্দোদয়া-দয়ানিধি গৌর-কৃপার ফল—

**তাহান কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম।**
**রাজ্যপদ ছাড়ি' করে ভিক্ষুকের কর্ম।।১৯১।।**

লব্ধ-গৌরকৃপ দবিরখাস বা শ্রীরূপপ্রভুর বৃন্দারণ্যে ভজন-দৃষ্টান্ত—

**কলিযুগে তা'র সাক্ষী শ্রীদবিরখাস।**
**রাজ্যপদ ছাড়ি' যাঁ'র অরণ্যে বিলাস।।১৯২।।**

ধর্মার্থকাম ও মোক্ষ-লাভ-সত্ত্বেও একান্ত গৌরকৃষ্ণ-ভক্তের তত্তৎ দুঃসঙ্গ-কৈতব-ত্যাগ—

**যে-বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।**
**পাইয়াও কৃষ্ণদাস তাহা পরিহরে।।১৯৩।।**

নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণপাদপদ্ম-ভক্তিসুখাপ্তিতে অনিত্য ধন-জন-বিদ্যা-সম্পদে তুচ্ছ-বুদ্ধি—

**তাবৎ রাজ্যাদি-পদ 'সুখ' করি' মানে।**
**ভক্তি-সুখ-মহিমা যাবৎ নাহি জানে।।১৯৪।।**

মোক্ষরূপ চতুর্থবর্গেও গৌরকৃষ্ণ-ভক্তের ফল্গু-বুদ্ধি—

**রাজ্যাদি সুখের কথা, সে থাকুক দূরে।**
**মোক্ষ-সুখো 'অল্প' মানে কৃষ্ণ-অনুচরে।।১৯৫।।**

একমাত্র ভগবৎকারুণ্য-কটাক্ষেই নিঃশ্রেয়সোদয়, তজ্জন্য বেদাদি সর্বশাস্ত্রে ভগবদ্ভক্তিরই বিধান—

**ঈশ্বরের শুভ দৃষ্টি বিনা কিছু নহে।**
**অতএব ঈশ্বর-ভজন বেদে কহে।।১৯৬।।**

---

কেশব-ভট্ট তাঁহার দিগ্বিজয়-দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর নিকট 'তৃণাদপি সুনীচ'-শ্লোকে দীক্ষিত হইলেন।।১৮৮।।

পাত্রসাৎ করিয়া,---অর্থাৎ অন্য সৎপাত্রে প্রদানপূর্বক স্বয়ং নিঃসঙ্গ অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন হইলেন।।১৮৯-১৯০।।

শ্রীগৌরভক্তগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের যাবতীয় সম্মান ও কৃতিত্ব পরিহারপূর্বক ভিক্ষুকের (ত্রিদণ্ডি-যতির) ধর্ম গ্রহণ করেন অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-বৃত্তিতে অবস্থিত হন। গৌরাঙ্গ-নাগরী-দল ও অপরাপর অসৎ গৃহি-বাউলসম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরের সেবন যোগ্য উপায়নসমূহকে নিজভোগ-তাৎপর্যে পরিণত করেন; তাদৃশী চেষ্টা-গৌরভক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ।।১৯১।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ ২২০---) "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি' তুষ্ট হন গৌর ভগবান্।।" এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

শ্রীদবির-খাস তাঁহার পূর্ব প্রাপঞ্চিক নামটি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত 'শ্রীরূপ' (গোস্বামী) নামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা—দীক্ষিত-বৈষ্ণবমাত্রেরই তাপাদি পঞ্চবিধ সংস্কারের অন্তর্গত তৃতীয়সংস্কার-গ্রহণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অরণ্যে বিলাস,---বৃন্দারণ্যে অবস্থান। তাদৃশ-বৃন্দাবনবাসে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণ-সুখাভিলাষ নাই।।১৯২।।

সাধারণ ভোগি-সম্প্রদায় স্মার্তগণের অনুগমন করিয়া যে বৈভব লাভ করেন, পারমার্থিক ভক্তগণ উহার আদৌ আদর করেন না।।১৯৩।।

ঈশসেবোন্মুখতা-রূপা আত্ম-বৃত্তির উদয় না হওয়া পর্যন্ত বদ্ধজীব-হৃদয়ে প্রপঞ্চের লোভনীয়-বস্তুসমূহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় বটে, কিন্তু নিজ-স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইলে মুক্তপুরুষগণ ইন্দ্রিয়সুখদ জড়বস্তুসমূহকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া জগতের উন্নতি বা অভ্যুদয় প্রভৃতিতে উদাসীন হন। দেহ ও মন ভগবদ্বৈমুখ্যকেই একান্ত উপাদেয় জ্ঞানে ভোগের অন্বেষণ করে। স্বরূপ-বিস্মৃতি-ফলে ভগবৎসেবন-রূপ নিত্যধর্ম আচ্ছাদিত হইলে জড়-ভোগই বদ্ধ-জীবের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় হইয়া পড়ে; কিন্তু

ভবকূপমগ্ন দিগ্বিজয়ীর উদ্ধারে অমন্দোদয়া গৌর-কৃপার অতুল-মহিমা-নিদর্শন—

**হেনমতে দিগ্বিজয়ী পাইলা মোচন।**
**হেন গৌরসুন্দরের অদ্ভুত কথন।।১৯৭।।**

নবদ্বীপে নিমাই-কর্তৃক দিগ্বিজয়ি-পরাজয়-বৃত্তান্তের প্রচার—

**দিগ্বিজয়ী জিনিলেন শ্রীগৌরসুন্দরে।**
**শুনিলেন ইহা সব নদীয়া-নগরে।।১৯৮।।**

সর্বত্র লোকের সবিস্ময়ে নিমাইর পাণ্ডিত্যৈশ্বর্য-দর্শনে তদীয় পাণ্ডিত্য-গর্বোক্তির সাফল্য-স্বীকার—

**সকল লোকের হৈল মহাশ্চর্য-জ্ঞান।**
**"নিমাই-পণ্ডিত হয় মহা-বিদ্যাবান্।।১৯৯।।**
**দিগ্বিজয়ী হারিয়া চলিলা যা'র ঠাঞি।**
**এত বড় পণ্ডিত আর কোথা শুনি-নাই।।২০০।।**
**সার্থক করেন গর্ব নিমাই-পণ্ডিত।**
**এবে সে তাহান বিদ্যা হইল বিদিত।।"২০১।।**

কাহারও বা নিমাইর ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়নার্থ অনুমোদন—

**কেহ বোলে,—"এ ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পড়ে।**
**ভট্টাচার্য হয় তবে, কখন না নড়ে।।"২০২।।**

কাহারও বা নিমাইকে 'বাদিরাজ' উপাধি-প্রদানার্থ অনুমোদন—

**কেহ কেহ বোলে,—"এ ভাই, মিলি' সর্বজনে।**
**'বাদিসিংহ' বলি' পদবী দিব তা'নে।।২০৩।।**

ভগবন্মায়া-প্রভাব-নিদর্শনের দর্শন-সত্ত্বেও ভগবানের স্বরূপ ও মায়া-তত্ত্বাবধারণে সকলের অসামর্থ্য—

**হেন সে তাহান অতি মায়ার বড়াই।**
**এত দেখিয়াও জানিবারে শক্তি নাই।।২০৪।।**

নবদ্বীপে সর্বত্র সকলের নিমাইর মাহাত্ম্য-প্রচার—

**এইমত সর্ব-নবদ্বীপে সর্বজনে।**
**প্রভুর সৎকীর্তি সবে ঘোষে সর্বগণে।।২০৫।।**

---

জীবের নিত্যধর্ম ভগবৎ সেবা উন্মেষিত হইলে ভোগের ব্যাপারগুলিকে নশ্বর ও অনুপাদেয় বলিয়া বোধ হয়। (ভাঃ ৩।৯।৬ শ্লোকে বিদুর মৈত্রেয়-সংবাদে ব্রহ্মার ভগবৎস্তুতি—) 'যে কাল পর্যন্ত লোক আপনার অভয়পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, তৎকালাবধি তাহার অর্থ, দেহ, গেহ, আত্মীয়-স্বজন ও সুহৃদ্বর্গ বিদ্যমান থাকা-কালেও উহাদিগের নিমিত্ত ভয় ও উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগের প্রাপ্তি স্পৃহা, তদনন্তর পরাজয় বা তিরস্কার-লাভ, তৎসত্ত্বেও পুনরায় তজ্জন্য তীব্র তৃষ্ণা, আবার কোনপ্রকারে উহাদিগের পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিলেও সমস্ত ভয়-শোক-ক্লেশাদির কারণ-ভূত 'আমি' ও 'আমার' রূপ জড়াগ্রহ বর্তমান থাকে।।'১৯৪।।

সেবোন্মুখী বৃত্তির উদয়ে শুদ্ধভক্তগণ চতুর্বর্গকে ফল্গু, কৈতব, ছলনা বা কাপট্য-মাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন। আদি, ৮ম অঃ ৭৯ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য।।১৯৫।।

অনর্থযুক্ত জীবের অজ্ঞান-নিবন্ধন ভগবৎসেবা-ব্যতীত অন্য-চেষ্টা প্রবলা থাকে। ভগবানের অনুগ্রহেই জীবের স্বরূপোপলব্ধি ঘটে, তৎফলে তিনি ঈশ্বর-সেবাকে তাঁহার একমাত্র কৃত্য বলিয়া বুঝিতে পারেন,—এ কথা বেদশাস্ত্রে শ্রৌতপন্থিগণের নিকট অভিব্যক্ত হইয়াছে। (শ্বেতাশ্বতরে ৬।২৩—) "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৫৩ সূত্রের শ্রীমাধ্ব-ভাষ্য-ধৃত 'মাঠর'-শ্রুতি-বচন—) "ভক্তিরেবৈনং নয়তি। ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি।।"১৯৬।।

বাদিসিংহ,—জনৈক শ্রীরামানুজীয় অধস্তন-বৈষ্ণবের সংজ্ঞা-বিশেষ। তিনি কেবলাদ্বৈতবাদ-রূপ দ্বিরদ-বিনাশে সিংহসদৃশ যোদ্ধা ছিলেন। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, পূর্বকালে কোন বিচার-মল্ল পণ্ডিত প্রবল পরপক্ষকে বিচারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেই 'বাদিসিংহ'-সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন।।২০৩।।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে বিহার করিয়াছিলেন। প্রকটকালে যে-সকল ভাগ্যবান্ সেই লীলা সন্দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎকালে যাঁহাদের হৃদয়ে সেই লীলা প্রকটিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের সকলেরই নিকট প্রণত হইয়া

ভগবদ্‌গৌর-লীলা-দর্শন-সৌভাগ্যবান্‌ নবদ্বীপবাসি-চরণে একান্ত গৌরভক্ত গ্রন্থকারের প্রণতি—

**নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার।**
**এ-সকল লীলা দেখিবারে শক্তি যা'র।।২০৬।।**

নিমাইর দিগ্বিজয়ি-পরাজয়-লীলা-শ্রবণে অজেয়ত্ব-লাভ—

**যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ী-জয়।**
**কোথাও তাহান পরাভব নাহি হয়।।২০৭।।**

বিদ্যা-বধূ-জীবন প্রভুর বিদ্যা-বিলাসলীলা-শ্রবণে অবিদ্যা-নাশ ও পরা-বিদ্যা-লাভ বা গৌর-কৈঙ্কর্য-লাভ—

**বিদ্যা-রস গৌরাঙ্গের অতি-মনোহর।**
**ইহা যেই শুনে, হয় তাঁ'র অনুচর।।২০৮।।**

**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।**
**বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।২০৯।।**

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে দিগ্বিজয়ি-পরাজয়ো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

---

গ্রন্থকার আদর্শ বৈষ্ণবানুগত্যরূপ দৈন্য ও নিরভিমান শিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপে বাস করিয়া যাঁহারা বিষয়-রসে মগ্ন হইয়া শ্রীগৌর-লীলার সন্ধান পান না, কেবল নিজেন্দ্রিয়-তর্পণেই ব্যস্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে দূরে পরিহার করিয়া সেবোন্মুখ জনগণের চরণে নমস্কার বিহিত হইয়াছে।।২০৭।।

অপ্রাকৃত-স্বরূপ-বিচারনিপুণ ভগবদ্ভক্তগণ অনন্তশক্তি সম্পন্ন শ্রীগৌরসুন্দরের দিগ্বিজয়ি-পরাজয়-লীলা আলোচনা করিয়া শ্রীগৌর-ভজনে নিযুক্ত থাকেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে ইতর তার্কিক-সম্প্রদায় কোনপ্রকারেই পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানের দৈন্য সম্বল করিয়া যে সকল ব্যক্তি জড়ীয় তর্ক ও তজ্জনিত প্রতিষ্ঠার বহুমানন করেন, তাঁহাদের ভূমিকা নিতান্ত নিম্নস্তরে অবস্থিত হওয়ায় সেবোন্মুখ ভক্ত-সম্প্রদায় সেইসকল ভগবদ্‌বিমুখের অবিদ্যারূপিণী জড়বিদ্যা-প্রতিভার ফল্গুতা সহজেই জানিতে পারেন এবং বিদ্বদ্‌রূঢ়ি-বৃত্তি-সাহায্যে বিদ্যাবধূ-জীবন গৌরসুন্দরের নিগূঢ় বিদ্যা-বিলাস-লীলা শ্রবণ করিয়া গৌরভজনে অধিকতর উৎসাহবিশিষ্ট হন।।২০৮।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।